প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০২ ● ২২ - ২৮ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সৎকাজ করতেই শেখো;

খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ
১৮ - ২৫ জানুয়ারি

খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ: একটি সম্যক ধারণা

যিশু পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা

কোথায় ন্যায়ের পথ,
তারই খোঁজ করো ।
ইসাইয়া ১: ১৭

অপরাজেয়

## পরলোকে - স্বর্গধামে প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা

**জন্ম : ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ**

প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা (কানাডার স্থায়ী বাসিন্দা) মাউছাইদ মিশনের হারবাইদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গত ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর রাত ১:১০ মিনিটে (২৭ ডিসেম্বর) কানাডার টরেন্টো-র "স্কারবোরো গ্রেস" হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি যৌবনে ১৯ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সরকারী চাকরী করেন ও পরবর্তীতে ১৯ বছর মধ্যপ্রাচ্যের বাহরাইনে বড় কোম্পানিতে চাকুরী করেন। তিনি একজন দক্ষ হেভী ক্রেন অপারেটর ছিলেন। দীর্ঘ ৩৮ বছর চাকুরী জীবন শেষে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর নেন। তিনি ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক। সব ছেলে-মেয়েদের সঠিকভাবে লেখাপড়া ও বিয়েশাদী দেওয়ার পর, সব দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্ত্রীক কানাডায় বড় ছেলের পরিবারের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

অত্যন্ত মৃদুভাষী, সদালাপী, দয়ালু, সৎ মানুষ হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি এক বর্ণাঢ্যময় জীবনের অধিকারী ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। গত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তার মেজো পুত্র ড. ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার Phd-র পাবলিক ডিফেন্স অনুষ্ঠানে স্ত্রীক রোম যান। সে সময় তিনি পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে যান। তাছাড়া রোম, ভাতিকান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স ও বলোনিয়া ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রার্থনায় তার ছিল অগাধ বিশ্বাস।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান ২ ভাই, ২ বোন, বিধবা স্ত্রী, ৩ পুত্র, ৩ কন্যা, ১১ জন নাতি-নাতনী ও ১ নাতবৌ। দেশ-বিদেশে তার রয়েছে অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। তিনি প্রয়াত ফাদার ইগ্নাসিয়াস কমল ডি'কস্তার বড় ভাই ও বর্তমান ভলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার বাবা। ঈশ্বর তাকে ঐশজীবন দান করুন।

তার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যারা যেভাবে দেশ-বিদেশে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষতঃ ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও গ্রামবাসী সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে ও কৃতজ্ঞতায় —

বড় ছেলে : লিও ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা প্রবাসী)
বড় মেয়ে : লিলি ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা প্রবাসী)
মেজো মেয়ে : লিপি ডি'কস্তা ও পরিবার (লক্ষীবাজার)
মেজো ছেলে : ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা (ভলপুর ধর্মপল্লী)
ছোট মেয়ে : লাকী ডি'কস্তা ও পরিবার (মনিপুরীপাড়া)
ছোট ছেলে : লিটন ডি'কস্তা ও পরিবার (লন্ডন প্রবাসী)

## ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী

**প্রয়াত ফাদার ইগ্নেসিয়াস কমল ডি'কস্তা**
জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো সেই ২০ জানুয়ারি যেদিন তুমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলে। বিগত বছরগুলোতে প্রতিটি মুহূর্তে তোমার কথা অনুভব করেছি। স্বর্গ থেকে আমাদের ও সবার জন্য আশীর্বাদ কর যেন একদিন আমরা ঈশ্বরের পথে থেকে প্রভুর রাজ্যে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

ফাদার লিন্টু এফ কস্তা
ও পরিবারবর্গ

## শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত আগ্নেস ডি'কস্তা
জন্ম ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু ৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
হারবাইদ, গাজীপুর।

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার সাজানো সংসার, সন্তান, পরিজন অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে।

আমাদের মা আগ্নেশ ডি'কস্তা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৪ এপ্রিল তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বান্দাখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত পেত্রু কস্তা ও মাতা আনেতা রোজারিও। তারা ছিলেন দুই ভাই ও তিন বোন। হাইস্কুলে পড়াকালীন সময়ে তিনি মাত্র ১৪ বছর ৭ মাস বয়সে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মাউছাইদ ধর্মপল্লীর হারবাইদ গ্রামে যোসেফ ডি'কস্তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিন ছেলে ও তিন কন্যা অর্থাৎ ছয় সন্তানের জননী। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বামীসহ কানাডার টরেন্টোতে স্থায়ী নাগরিক হিসেবে সন্তানদের কাছে থাকতেন।

তার স্বামী গত ৩ বছর আগে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ৮৭ বছর বয়সে কানাডায় মৃত্যুবরণ করেছেন ও দেশে নিজ গ্রামে, নিজ মিশনে সমাধিস্থ হয়েছেন। তার ৬ সন্তানের মধ্যে ১ মেয়ে ও ১ ছেলে কানাডায় এবং ১ ছেলে ইংল্যান্ডে সপরিবারে বসবাস করছে। আর বাকী ২ কন্যা ঢাকায় থাকেন। আমাদের স্নেহময়ী মায়ের এক ছেলে ড. ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা বর্তমানে ভলপুর মিশনের পাল-পুরোহিতের দায়িত্বে আছেন। মা গত ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে বেড়াতে এসে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ মেডিক্যাল হাসপাতালে আইসিইউতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার স্বামীসহ অত্যন্ত বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করেছেন।

আমার মায়ের দু'টি অমূল্য উপদেশ –

** এমন কোন কাজ করবে না, যার দ্বারা পিতা-মাতার অসম্মান হবে।*   ** যে কোন বিপদে-আপদে মা মারীয়া ও সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করবে।*

স্বামীর চাকুরির সুবাদে ১৪ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে বাস করেছেন। পরবর্তীতে ঢাকায় এবং শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠ সন্তানদ্বয়ের কাছে কানাডার টরেন্টোতে বসবাস করেছেন। তিনি ইন্ডিয়া, ইংল্যান্ডের নানা স্থানে, ইটালির রোম, বলোনিয়া, পাদুয়া, কানাডার টরেন্টো, মন্ট্রিয়েলসহ নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। অত্যন্ত প্রার্থনাপূর্ণ জীবন ছিল তার।

তিনি নিজ মিশনের ও গ্রামের আজীবন কুমারী মারীয়ার সেনাসংঘের একজন ভগ্নি ছিলেন। যেখানেই যেতেন সেখানেই ঈশ্বরের বাণী প্রচারে তার চেষ্টা অব্যাহত ছিল এবং পরিবারে সান্ধ্যকালীন মালাপ্রার্থনা করতে সকলকে উৎসাহিত করতেন। অত্যন্ত গুণী, সুন্দরী এই সফল মা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। ৭৭ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরই ইচ্ছানুসারে নিজ গ্রামে, নিজ মিশনে স্বামীর পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। ঈশ্বর তাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তাঁর অসুস্থতায়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, শেষ খ্রিস্টযাগে, সমাধির সময় ও পরবর্তী রিচুয়ালগুলো পালনে যারা সর্বদা পাশে থেকেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার, সকল গ্রামবাসী, মিশনবাসী, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ আপনারা সকলে আমাদের মায়ের জন্য প্রার্থনা করবেন।

ইতবাদান্তে

লিও লরেন্স ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা)
লিলি এলিজাবেথ কস্তা ও পরিবার (কানাডা)
লিপি হেলেন কস্তা ও পরিবার (ঢাকা)
ড. ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা
লাকী মনিকা কস্তা ও পরিবার (ঢাকা)
লিটন চার্লস ডি'কস্তা ও পরিবার (ইংল্যান্ড)

সিম/১৬/২০২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ০২
২২ - ২৮ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
৮ - ১৪ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

### ঐক্যের পথে একসাথে

'ঐক্য' শব্দটি একতার চেতনা থেকে উদ্ভূত। এক বিশ্বাস বা চেতনা লালন-পালন করে এক সাথে থাকা, এক লক্ষ্যে ধাবিত হওয়া প্রভৃতি একতার ধারণা। তাই ঐক্য একটি অবস্থার নির্দেশক। সে অবস্থা হল, এক বিশ্বাসে পরিচালিত হওয়া। একতা, অভিন্নতা, সাম্য, মিল, সদৃশ, সংহতি, সহাবস্থান প্রভৃতি ঐক্য শব্দের ভাব বহন করে। পক্ষান্তরে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কহীনতা, বিরোধিতা, দ্বন্দ্ব, ভাঙ্গন, প্রভৃতি ঐক্যের বিপরীতার্থক। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ঐক্যতান রেখেছেন। গ্রহ, নক্ষত্র, সৌরজগৎ, পৃথিবীর জল ও স্থলের প্রাণীকূল সর্বত্রই একই নিয়ম। সেখানে কোন ব্যত্যয় নেই। মানুষের দৈহিক গঠনের দিকে তাকালেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও সংহতির মাধ্যমে এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে সক্রিয়। বিশ্বজগতের মধ্যকার বিভিন্ন কিছুর মধ্যে একতার যে অবস্থা তা এসেছে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকেই। খ্রিস্টান ধর্মের বিশ্বাস মতে, ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর তারা একসাথেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই একতার উৎস হলেন ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর মানুষের সাথে একাত্ম হতে তাঁর দ্বিতীয় ব্যক্তি পুত্র ঈশ্বরকে জগতে পাঠালেন মারীয়ার গর্ভে যিশু নাম নিয়ে। যিশু নিজেও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁর পিতা-মাতা ও শিষ্যদের সাথে একতাবদ্ধ জীবন-যাপন করেছেন। সময়ের পূর্ণতায় যিশুও তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করেন 'তারা যেন এক হয়'। যিশুর এ আহ্বান আসলে একতাবদ্ধতার মাধ্যমে মিলন এনে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যকে মূর্ত করা।

যিশুর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আদিমণ্ডলীর সদস্যরা একতাবদ্ধ জীবন-যাপন করতো যা শিষ্যচরিত গ্রন্থ ২ অধ্যায় ৪২-৪৭ পদে বর্ণিত আছে। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে আদিমণ্ডলীর খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ভীষণভাবে নির্যাতিত ছিল। ধর্ম-কর্ম করার স্বাধীনতা ছিল না। প্রকাশ্যে একসাথে মিলিত হওয়া ছিল ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরও খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছিলো প্রেরিত শিষ্যদের ও পরবর্তীতে তাদের শিষ্যদের জীবনসাক্ষ্য ও উপদেশ বাণী, রুটি ছেঁড়া বা পবিত্র খ্রিস্টযাগ-খ্রিস্টপ্রসাদ অনুষ্ঠান, পারস্পরিক সহভাগিতা-সহযোগিতা ও পাশে থাকার মনোভাব। পরস্পরের মাঝে ছিল বিশ্বাস, কাজের পারস্পরিক স্বীকৃতি ও সম্মান, একসাথে জীবন-যাপন করার মনোভাব। অন্যের পাশে দাঁড়াতে পারলে তারা আনন্দ অনুভব করতো। তখন তারা ছিল সংখ্যায় অল্প কিন্তু যিশুর আদেশ পালনে অভিজ্ঞ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর তাইতো ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই আদিমণ্ডলী।

সময়ের পরিক্রমায় মণ্ডলীর বাহ্যিক ব্যপ্তি বাড়তে থাকে। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও দর্শনের মানুষ যিশুর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। খ্রিস্টানদের সংখ্যাও জগতে বাড়তে থাকে। সংখ্যার সাথে সাথে সম্পদ-সম্মানও বাড়তে থাকে। সংখ্যা, সম্পদ-সম্মান বৃদ্ধির প্রবণতার সাথে সাথে সমস্যাও বাড়তে থাকে। যিশুর শিক্ষায় স্থিতমূল না হয়ে মানবীয় জ্ঞান ও দর্শনের প্রাধান্য দিয়ে সমাজ পরিচালনা করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদ-বিবাদ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দুরত্ব সৃষ্টি হয়। আর তা সৃষ্টি হয় নিছক মানবীয় মূল্যবোধগুলোকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিতে গিয়ে। যিশুর ঐক্য আহ্বানকে পাশ কাটিয়ে পোপের অধীনতা গ্রহণকে কেন্দ্র করে ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টমণ্ডলী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এ বিভক্তি বৃদ্ধি পেতেই থাকে। বিভক্তি কখনো কখনো শত্রুতাতেও পর্যবসিত হতে থাকে। এমনি দুরবস্থার মধ্যেও ঈশ্বর তাঁর উত্তমতা মানুষের অন্তরে জাগ্রত রাখেন। ফাদার পল ওয়ার্টসন নামে একজন যাজক মণ্ডলীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরের সহায়তা চেয়ে এবং সর্বস্তরের মানুষকে তাতে অংশগ্রহণ করাতে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেন খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য প্রার্থনা অষ্টাহ। জানুয়ারির ১৮-২৫ তারিখ পর্যন্ত এই প্রার্থনা অষ্টাহ এখন খ্রিস্টমণ্ডলীতে বেশ ব্যাপকভাবেই পালিত হয়। কাথলিকসহ খ্রিস্টমণ্ডলীর অন্যান্য অংশগুলোও বুঝতে পেরেছে যে, তারা যিশুর ঐক্যের নির্দেশ থেকে দূরে চলে গিয়েছে। সঙ্গতকারণে আবার ফিরে আসার যে প্রচেষ্টা ঐক্য সপ্তাহের মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছে তা জোরদারকরণ খুবই জরুরী। ঐক্য কেন বিনষ্ট হয় তা-ও আবিষ্কার করতে হবে। ঐক্য বিনষ্টকারী উপাদানগুলো হতে পারে; সুশিক্ষার অভাব, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের গোঁড়ামী, ঐক্যের ধ্যান ধারণা পোষণ না করা, ক্ষমতা ও সম্পদের লোভ, ঐক্যের সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা না থাকা, যিশুকে নয় নিজেকে উচ্চ স্থানে রাখা ইত্যাদি।

ঐক্য আনতে হলে সকলের জন্য সুশিক্ষা নিশ্চিত করা, ঐক্যের প্রেরণা দান, বলিষ্ঠ নেতা নির্বাচন, নেতাদের সঠিক নেতৃত্ব দান, একতা পিয়াসীদের সাথে আলোচনা করা, একে অপরকে মূল্যায়ন করা, কারো প্রতি ক্ষোভ বা ঘৃণা না রাখা, অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা, নিজেদের মাঝে ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় বন্ধন তৈরী করা, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং ঈশ্বরের কাছে বেশি বেশি প্রার্থনা করা আবশ্যক। আসুন সকলে মিলে একসাথে ঐক্য অষ্টাহসহ সব সময়ে মণ্ডলীর একতার জন্য আমাদের প্রার্থনা অব্যাহত রাখি। †

তিনি তাদের বললেন: "তোমরা আমার সঙ্গে চল! আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।" আর তাঁরা তো তখনই তাঁদের জাল ফেলে রেখে যীশুর সঙ্গে চললেন।"
*- (মথি- ৪:১৯-২০)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

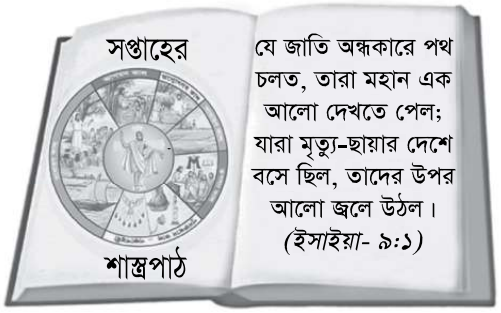


যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল; যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল। *(ইসাইয়া- ৯:১)*

## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২২ - ২৮ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

**২২ জানুয়ারি, রবিবার**

**ঐশবাণী রবিবার**

ইসা ৮: ২৩খ-৯:৩, সাম ২৬: ১, ৪, ১৩-১৪, ১ করি ১: ১০-১৩, ১৭, মথি ৪: ১২-২৩ (সংক্ষিপ্ত ৪: ১২-১৭)

(আগামী রবিবার শিশুমঙ্গল দিবস - দান সংগ্রহের ঘোষণা)

**২৩ জানুয়ারি, সোমবার**

হিব্রু ৯: ১৫, ২৪-২৮, সাম ৯৭: ১, ২-৩কখ, ৩গঘ-৪, ৫-৬, মার্ক ৩: ২২-৩০

**২৪ জানুয়ারি, মঙ্গলবার**

সাধু ফ্রান্সিস দ্য স্যালস্, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণ দিবস*

হিব্রু ১০: ১-১০, সাম ৩৯: ২, ৪কখ, ৭-৮, ১০, ১১, মার্ক ৩: ৩১-৩৫

**২৫ জানুয়ারি, বুধবার**

প্রেরিতদূত সাধু পলের মন পরিবর্তন, *পর্ব*

শিষ্য ২২: ৩-১৬ (অথবা ৯: ১-২২), সাম ১১৭: ১-২, মার্ক ১৬: ১৫-১৮

খ্রীষ্টিয় ঐক্য সপ্তাহের সমাপ্তি

**২৬ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার**

সাধু তিমথি ও তীত, বিশপ,

২ তিম ১: ১-৮ (অথবা তীত ১: ১-৫), সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮ক, ১০, লুক ১০: ১-৯

**২৭ জানুয়ারি, শুক্রবার**

সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচি, কুমারী

হিব্রু ১০: ৩২-৩৯, সাম ৩৬: ৩-৪, ৫-৬, ২৩-৩৪, ৩৯-৪০, মার্ক ৪: ২৬-৩৪

বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

**২৮ জানুয়ারি, শনিবার**

সাধু টমাস আকুইনাস, যাজক ও আচায

হিব্রু ১১: ১-২, ৮-১৯, সাম লুক ১: ৬৯-৭০, ৭১-৭২, ৭৩-৭৫, মার্ক ৪: ৩৫-৪১

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**২২ জানুয়ারি, রবিবার**

+ ১৯৮১ সিস্টার তেরেজা মারি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৭ ফাদার ডমিনিকো বেল্লো এসএক্স (খুলনা)

**২৩ জানুয়ারি, সোমবার**

+ ১৯৮৬ ফাদার লুইজ বিগোনি পিমে (দিনাজাপুর)

**২৪ জানুয়ারি,** মঙ্গলবার

+ ১৯৭৬ সিস্টার এম. এডেলট্রুড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ ফাদার রিনাল্‌দো বের্নাক্কী এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১১ সিস্টার আর্কাঞ্জেলা রোজারিও এসসি (খুলনা)

**২৫ জানুয়ারি, বুধবার**

+ ১৯৯৪ ব্রাদার লুসিয়ান গোপিল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী ইম্মানুয়েল এসএমআরএ

**২৬ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার**

+ ১৯৯৭ মন্সিনিওর জর্জ ব্রিন সিএসসি
+ ২০২১ ব্রাদার লিটন যেরোম রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

**২৭ জানুয়ারি, শুক্রবার**

+ ১৯২৮ ফাদার এমিলিও পিগোনি পিমে
+ ১৯৯৪ সিস্টার কানন ফোরেন্স গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ সিস্টার বাসন্তী রেবেকা গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

**২৮ জানুয়ারি, শনিবার**

+ ১৯৫৫ সিস্টার এম. স্কলাষ্টিকা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী জেভিয়ার এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৩ ব্রাদার ব্রুনো দ্রি এসএক্স (খুলনা)

## খ্রিস্টীয় সনাক্তকরণ চিহ্ন

আমি কে বা কি তা সঠিকভাবে জানার বা প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বা চিহ্ন থাকতে হয়। এটা হতে পারে কাগজে কলমে আবার কখনো আচরণে। আবার কোন একটি স্থান বা বস্তু অতীতে কি ছিল তা জানার জন্যও দরকার প্রমাণ। কোন বিষয় বস্তুর মালিকানার জন্য প্রমাণ পত্র থাকতে হয়। এই প্রমাণটাই হল সনাক্তকরণ চিহ্ন। উদাহরণ স্বরূপ রাস্তায় গাড়ীর দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশ প্রথমেই দেখবে গাড়ীর মালিক কে? তার নামে গাড়ীর কাগজপত্র আছে কিনা? গাড়ী চালকের লাইসেন্স আছে কিন? মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা? এইসব কাগজপত্রই সনাক্তকরণ চিহ্ন। জমি ও বাড়ীর মালিকানার জন্য থাকতে হয় দলিল। দেশের নাগরিক হিসাবে ফটোসহ থাকে পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট, সরকারকে ট্যাক্স প্রদানের কাগজ পত্র, ছাত্রদের পরিচয়পত্র, কর্মচারীদের আইডি কার্ড, জন্মনিবন্ধন পত্র, ব্যবসা বানিজ্যের জন্য লাইসেন্স, রোগীদের জন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, বিভন্ন পেশাজীবীদের ইউনিফরম- এই সবই সনাক্তকরণ চিহ্ন। সব মানুষের কণ্ঠস্বর এক রকম নয়, তাই কণ্ঠস্বরও একটি সনাক্তকরণ চিহ্ন। চাকরীর জন্য ইন্টারভিউ এটাও একটি সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া। মৃত্যুর কারণ জানার জন্য পোস্টমর্টেম- এটাও সনাক্তকরণ চিহ্ন বা প্রক্রিয়া।

বিগত বছরগুলোতে আমরা সকলেই করোনা ভাইরাসের সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া ও চরম কুফল প্রত্যক্ষ করেছি। উপরে উল্লেখিত সবই বাহ্যিক চিহ্ন, এ ছাড়াও রয়েছে আত্মিক চিহ্ন, এসব হল বিশ্বাস, ভালবাসা, সম্মান, উপকার, দান বা দয়া, অনুভূতি, প্রার্থনা, উপবাস, আদর্শ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি। আমি কে, এটা নিজে বুঝতে পারা এবং অন্যকে বুঝাইতে পারার প্রচেষ্টাই সনাক্তকরণ চিহ্ন। আমি কে, কোথায় ছিলাম, কোথায় আছি, কি অবস্থায় আছি, কোন পথে চলছি, এ সবের জন্যও আছে সনাক্তকরণ চিহ্ন। আমি খ্রিস্টীয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি, বিভিন্ন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে খ্রিস্টীয় জীবনের পরিপক্কতা অর্জন করেছি। এটা খ্রিস্টানের চিহ্ন। কিন্তু এই পরিপক্কতা বিসর্জন দিয়ে যখন পাপ করি তখন ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'পাপী' হিসাবে সনাক্ত হই। যারা পাপাসক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, পাপের পথেই জীবন-যাপন করে অন্ধকার পথে চলে, অন্ধকারেই তারা হারিয়ে যায়। আমরা যতবারই পাপ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই, ঈশ্বর ততবারই অপেক্ষায় থাকেন এক সময় ঈশ্বরের কাছে আমরা ফিরে আসব। পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা খ্রিস্টীয় চেতনারই চিহ্ন। মঙ্গলবার্তা পাঠ করে যিশুর বাণী শোনা ও তা পালন করা খ্রিস্টান হিসাবে সনাক্তকরণেরই চিহ্ন। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রাখার উপায় ঈশ্বরের ১০ আজ্ঞা মনেপ্রাণে মেনে চলা। এটাই ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রাখার বড় পরিচিতি। এছাড়া প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র আমাদের বিশ্বাসের মূলভিত্তি, এটাও বিশ্বাসের পরিচিতি বা সনাক্তকরণ। যিশুই সত্য, পথ ও আলো, যিশুই তো একমাত্র আমাদের পরিত্রাণ। প্রতিদিন প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, ধ্যান, ত্যাগস্বীকার, প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পরিত্রাণের পথে চলাই খ্রিস্টানের পরিচিতি বা সনাক্তকরণ। বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণকালের শপথনামা তথা বিশ্বস্ত ও ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গিকার রক্ষা করা খ্রিস্টীয় জীবনের সনাক্তকরণের চিহ্ন। সর্বোপরি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে পাপের জীবন পরিত্যাগ করে খ্রিস্টের পথে পরিচালিত হয়ে পরিত্রাণ লাভ করাই খ্রিস্টান হিসাবে বড় সনাক্তকরণের চিহ্ন।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সকল কাজকর্ম, চিন্তাধারা ও আচরণে খ্রিস্টীয় চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে থাকুক।

**বেঞ্জামিন গমেজ, আমেরিকা**

## অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২৭ জানুয়ারি, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু ডিডি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

*- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

# ফাদার কাউন্ট রোজারিও সিএসসি

## সাধারণ কালের তৃতীয় রবিবারের ঐশবাণী রবিবার

**১ম পাঠ :** ইসা ৮: ২৩খ-৯:৩

**২য় পাঠ :** ১ করি ১: ১০-১৩, ১৭,

**৩য় পাঠ :** মথি ৪: ১২-২৩

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর "Aperuit illis", নামে একটি প্রৈরিতিক পত্র লিখেন। যেখানে তিনি সাধারণ কালের তৃতীয় রবিবারকে ঐশবাণী রবিবার হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এর তাৎপর্য তুলে ধরেন। পুণ্যপিতা পোপ বলেন, ঐশবাণী আমাদের উদ্‌যাপন করতে হবে, বাইবেল পাঠ করতে হবে এবং প্রচার করতে হবে। ৩০ সেপ্টেম্বরকে বেছে নেয়া হয়েছে কারণ এই দিন হল সাধু যেরমের পর্ব দিবস যিনি পবিত্র বাইবেল হিব্রু ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন জগতের সর্বত্র প্রভুর বাণী প্রচারের লক্ষ্যে। তার একটি বিখ্যাত উক্তি হলো, "পবিত্র শাস্ত্র বা বাইবেল সম্বন্ধে অজ্ঞতা অর্থ হচ্ছে খ্রিস্ট সম্বন্ধে অজ্ঞতা।" "Aperuit illis" প্রৈরিতিক পত্রটির শুরুটা নেয়া হয়েছে সাধু লুকের মঙ্গলসমাচার থেকে যেখানে সাধু লুক লিখেছেন 'কিভাবে পুনরুত্থিত যিশু শিষ্যদের সামনে দেখা দিলেন এবং কিভাবে তাদের হৃদয়-মন খুলে দিলেন শাস্ত্রের বাক্য বুঝার জন্য'। শাস্ত্রের বাক্য প্রতিনিয়তই আমাদের আবিষ্কার করতে হয়। পবিত্র শাস্ত্রের একই বাক্য প্রতিনিয়তই আমাদের কাছে নতুন বার্তা নিয়ে আসে। কারণ ঈশ্বর চিরজীবন্ত; তাঁর বাণী সক্রিয়, জীবনদায়ী, প্রাণময় ও জীবনসঞ্চারী।

আজকের শাস্ত্রপাঠ গুলি আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে আমাদের আদিমণ্ডলীর খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ কিভাবে বুঝতে পেরেছিল যিশু কিভাবে ইস্রায়েল জাতির প্রত্যাশার পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন। আজকের মঙ্গসামাচারে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব যিশু কিভাবে নম্রতার মধ্যদিয়ে তাঁর প্রকাশ্য জীবন শুরু করলেন এবং আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, কিভাবে তিনি আমাদের পাপের অন্ধকার থেকে ঈশ্বরের আলোতে নিয়ে আসলেন, "তোমরা মন ফেরাও; স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই" প্রচারের মধ্যদিয়ে।

আজকের প্রথম পাঠে প্রবক্তা ইসাইয়া যে আলোর কথা উল্লেখ করেছেন, সেই আলো আমরা মঙ্গলসমাচারে পাই যে আলো হলেন স্বয়ং যিশু। যিনি এমনই এক আলো যে কিনা সকল অন্ধকার দূরীভূত করেন এবং সকলকে দেহ-মন-আত্মায় আলোকিত করেন। আজকের সাম প্রার্থনার যে ধূয়ো সেখানেও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, "ভগবান আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ"। দ্বিতীয় পাঠে সাধু পল করিন্থিয় মণ্ডলীর সাথে আমাদেরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, সকল ভেদাভেদ ও প্রতিবন্ধকতা ভুলে খ্রিস্টের আশ্রয়ে ঈশ্বরের আলোর সন্তান হিসেবেই বেড়ে উঠতে হবে। মঙ্গলসমাচারে দেখি যিশু জগতের আলো হিসেবে প্রকাশ্যে প্রচার ও মানুষের রোগ-ব্যাধি সারিয়ে তুলতে লাগলেন। একই সাথে তার শিষ্য হিসেবে আমাদের কি করতে হবে তা তিনি দেখিয়ে দিলেন মাছ ধরা জেলেদের তার শিষ্য করে তুলে এবং তাদের নিয়ে তিনি সমাজগৃহে উপদেশ দেয়া, ঐশ রাজ্যের মঙ্গবার্তা প্রচার করা এবং লোকদের যত রোগ-ব্যাধি সারিয়ে তোলার মধ্যদিয়ে।

**আলো এবং অন্ধকার:** টেরি এন্ডারসন ছিলেন একজন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিক যিনি জিম্মি হয়ে লেবাননে সাত বছর বন্দি হয়েছিলেন। পুরো সময়টা তার চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। তিনি তার অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে, "অন্ধকার, গভীরতর অন্ধকার, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তাগুলি ভীতিজনক। আরও ভয়ঙ্কর হল মনের অন্ধকার, যেখানে বাইরের আলো কোন ছাপ ফেলে না এবং ভিতরের আলো ম্লান হয়ে যায়। অন্যদিকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে বৈদ্যুতিক সমস্যার কারণে সাতটি উত্তর-পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য এবং অন্টারিও, ও কানাডায় তের ঘন্টা ধরে অন্ধকারে ডুবেছিল। এ কারণে প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। অন্যদিকে আরেকটি ঘটনায় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্ক সিটি ৫২ মিনিটের জন্য বিদ্যুত সরবরাহ করতে ব্যার্থ হয়েছিল। এ কারণে লুটপাটের কারণে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি হয়েছিল। উপরের ঘটনাগুলি থেকে আমরা অনুধাবণ করতে পারি যে অন্ধকার কতটা বিপদজনক ও ভয়াবহতা নিয়ে আসতে পারে আমাদের জীবনে। বাহ্যিক অন্ধকার আমাদের জাগতিক ভাবে বিপদে ফেলে এবং আমাদের আত্মিক অন্ধকার আমাদের নকরেক দ্বারের দিকে নিয়ে চলে।

তাই পবিত্র শাস্ত্রে আলো-অন্ধকার; ভালো ও মন্দের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। যেন আমরা জাগতিকতার বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করি এবং আধ্যাত্মিক ভাবে স্বর্গের দ্বারের দিকে ধাবিত হতে পারি। প্রথম পাঠে ও মঙ্গলসমাচারে উল্লেখ করে যে প্রভু যিশুকে জগতের অন্ধকার দূর করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে কিভাবে তিনি তাঁর জনগণকে নিপীড়ন ও বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করবেন। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা আমরা আজকের মঙ্গলসমাচারে প্রভু যিশুর মধ্যদিয়ে দেখতে পাই।

**অন্ধকারের আলো:** সাধু যোহন গ্রেফতার হলেন এবং যিশু তার প্রকাশ্য জীবন শুরু করলেন বাণী প্রচার ও মানুষকে নিরাময়ের মাধ্যমে এবং তিনি তা শুরু করলেন গালেলিয়ায়। প্রবক্তা ইসায়ার বাণী যেন পূর্ণ হল *(৯:১-২)*। তৎকালীন গালিলি ছিল ছোট একটি অঞ্চল যেখানে ইহুদী এবং অনইহুদী উভয়ই বাস করত। এটা ছিল একটা বানিজ্যিক এলাকা। যিশু যাদের কাছে তার প্রচার কাজ শুরু করেছিলেন তারা ছিলেন অন্ধকারে বসবাসরত এক দল জনগোষ্ঠি। কারণ সেখানে ইহুদীদের সাথে যারা ছিলেন তারা হলেন হেলেনিস্টিক পৌত্তলিকদের একটা বড় অংশ যারা সদ্য যুদ্ধের দ্বারা বিদ্ধস্ত একটি ভূমিতে পুনর্বানস শুরু করেছিল। এলাকাটি ছিল রোমীয় সাম্রাজ্যের অধীনে এবং প্রভু যিশু তাদের মধ্যেই যারা প্রান্তিক, গরীব-দুঃখী, গ্রামীণ কৃষক, ক্ষমতাহীন, অবহেলিত, নির্যাতিত তাদের মাঝে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছিলেন। বর্তমান বিশ্বকে যদি তৎকালীন গালিলি হিসেবে চিত্রায়িত করি তাহলে দেখতে পাব আমাদের পরিবার, সমাজ, দেশ তথা সারাবিশ্ব আজ কুসংস্কার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, যৌনাচার, ভোগবাদ, সামাজিক অন্যায্যতা, দারিদ্রতা, ক্ষুধা, অশিক্ষা, লোভ, প্রতিহিংসা, উদাসীনতা ইত্যাদি বিরাজ করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যিশু আমাদের আহ্বান করছেন তার শিষ্য হিসেবে তাঁর আলোয় আলোকিত হয়ে সেই আলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে। কেননা যিশুর আলো আমাদের অন্ধকারে পথ দেখায়, যোয়ালের ভার লাঘব করে, সন্দেহ দূরীভূত করে, ভয়ে সাহস যোগায় এবং ঈশ্বরের পথে আমাদের এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমান সময়েও প্রভু যিশু আমাদের এই অন্ধকারময় জগতে আলো হিসেবে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন। আর আমাদের কাজ হচ্ছে তাঁর আলোয় পথ দেখে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলা।

**অনুতাপের আমন্ত্রণ:** যিশু দীক্ষাগুরু যোহনের মতই একই ভাবে অনুতাপের জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, *"তোমরা মন ফেরাও; স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই (মথি ৪:১৭)।"* অনুতাপ হল অতীতের পাপ ও ভুলের জন্য হৃদয়ে অপরাধ বোধ অনুভব করা, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা এবং পুনরায় একই ভুল কাজ না করার সংকল্প করা; পাপের দিক থেকে সরে এসে ঈশ্বরের দিক ধাবিত হওয়া, নিজের জীবনকে নতুন করে দেখা, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা। অন্য দিকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নিজে নিজে আমার আমাদেরকে পরিবর্তন করতে পারিনা, যদিনা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর আস্থা রাখি। আমরা যেমন কোন মৃত ব্যাক্তিকে পুনরুত্থিত বা পুনরায় জীবিত করতে পারিনা একই ভাবে আমরা নিজেরা ঈশ্বরের সাহচার্য ছাড়া পুরাতন আমিকে বাদ দিতে পারিনা। তাই মাণ্ডলিক শিক্ষায় মণ্ডলী আমাদের অনুতাপ সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় এই বলে যে, "অভ্যন্তরীণ অনুতাপ হল আমাদের গোটা জীবনের মৌলিক দিকপরিবর্তন, প্রত্যাবর্তন, সর্বান্তকরণে ঈশ্বরের দিকে ফেরা, পাপের পরিসমাপ্তি এবং আমাদের কৃত পাপের প্রতি ভৎসনা সহকারে মন্দতা থেকে ফিরে আসা। একই সময়ে এই অনুতাপের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ঈশ্বরের দয়া ও তাঁর অনুগ্রহের সহায়তায় আস্থা রেখে জীবন পরিবর্তনের বাসনা ও সঙ্কল্প। অন্তরের এই পরিবর্তনের সঙ্গে ত্রাণদায়ী দুঃখ-ব্যথা জড়িত, যাকে খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণ আত্মার দুঃখ ও হৃদয়ের অনুতাপ আখ্যা দান করেন *(কা ম দ: ১৪৩১)*।"

**জেলে হওয়ার আহ্বান:** প্রাচীন কালে মাছ ধরার জেলেদের দুটি রূপক অর্থে ব্যবহার করত। একটি হচ্ছে বিচার এবং অন্যটি হচ্ছে শিক্ষা। মাছ ধরার অর্থ হলো: জেলেরা যেমন পানির গভীর থেকে মাছ ধরে ডাঙ্গায় নিয়ে আসে তেমনি মানুষ যারা অন্যায়-অন্যায্যতায় জর্জরিত সমাজের কাছে লুকিয়ে থাকে তেমনি তাদের সমাজের বা বিচারকের সামনে নিয়ে আসা। অন্য দিকে, মানুষকে তার অজ্ঞতা থেকে বের করে এনে প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়া। যিশু জেলেদের তাঁর শিষ্য করে নিয়েছিলেন কারণ তারা বৈশিষ্ট্যগত ভাবে প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত, সাহসী, আশাবাদী এবং প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণে উদ্যমী। তাই ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিনিয়ই আমাদের আহ্বান করা হয় আমরা যেন জেলেদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে, সাহসিকতার সাথে, আশাবাদী হয়ে এবং নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মধ্যদিয়ে।

প্রভু যিশুর প্রচারের মূল বিষয় ছিল ঈশ্বরের রাজ্য বা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। ঐশরাজ্য তখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে; অন্যদিকে যখন জগতের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার মত হয়ে উঠবে। তাই আমরা প্রতিনিয়ই যিশুর শিক্ষায় প্রার্থনা করে বলি, 'হে আমাদের স্বর্গস্ত পিতা, তোমার নাম পূজিত হোক। তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি মর্ত্যেও পূর্ণ হউক।" আমাদের বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শান্তিনিকেতন গ্রন্থেও 'স্বাভাবিকী ক্রিয়া' লেখনীতে লিখেছেন, "ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন- সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই।" তাই আসুন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে আমাদের ইচ্ছার মিলনে জগতে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভাবে ব্রতী হই। আমরা গভীর প্রত্যাশায় ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেদের জীবনকে চালিত করি এবং অপেক্ষায় থাকি একদিন সমাজের সকল মন্দতা, হিংসা, যুদ্ধ, অশান্তি, দারিদ্রতা, ঘৃণা, সহিংসতা, অন্যায্যতা, দুর্নীতি যিশুর আলোয় দূর হয়ে বরং প্রেম, দয়া, শান্তি, সম্প্রীতি, ন্যায্যতা ও ভালবাসার মেলবন্ধনে প্রভুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাই আসুন ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত প্রভুর বাণী পাঠ, শ্রবণ ও ধ্যান করি এবং খ্রিস্টের আলো হয়ে জগতকে পথ দেখাই॥ □

# খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ একটি সম্যক ধারণা

**ফাদার প্যাট্রিক গমেজ**

খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ হল খ্রিস্টীয় একতার জন্য আটদিনব্যাপী প্রার্থনার কর্মসূচী যা প্রতি বছর জানুয়ারির ১৮ থেকে ২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকেরই খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ বিষয়ে হয়তো সুসস্পষ্ট ধারণা নেই বলেই বিষয়টির উপর ততটা আকর্ষণ নেই বা গুরুত্বও দেওয়া হয় না। আবার জানা গিয়েছে অনেক ধর্মপল্লীতেই খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহে প্রার্থনাসহ অনেক কর্মসূচীই বাস্তবায়ন করা হয়। তাই খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ এর উপর একটি সম্যক ধারণা দেবার জন্যই আমার এই উপস্থাপনা। উপস্থাপনাটি তিনটি পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

**প্রথম পর্যায় : যিশুর প্রার্থনা ও বিষাদময় ঐতিহাসিক পটভূমি**

যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারের ১৭ অধ্যায় ২২ পদে যিশু প্রার্থনা করেন তাঁর শিষ্যদের জন্য, তারা যেন মিশনকর্মে এক হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত বাস্তবে মণ্ডলীর ইতিহাসে দেখা যায় এর উল্টো। ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টমণ্ডলী দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে: পোপের অধীনে রোমান কাথলিক মণ্ডলী এবং বিভিরার পাট্রিয়ার্কের অধীনে অর্থডক্স মণ্ডলী। ষোড়শ শতাব্দীতে কাথলিক চার্চ আরো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়: বিভিন্ন প্রটেষ্টান্ট মণ্ডলী। তাছাড়া আরো ছিল ও আছে বিভিন্ন পেন্টেকস্টাল মণ্ডলী বা দল; প্রত্যেক দলই দাবি করে যে, তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত। বর্তমানে এই দল বিশ্বে খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুঃখের এবং বিষাদময় বিষয় হল, এরা ছিল একে অন্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, সর্বত্রই মণ্ডলীর মিশনকর্মের বিপরীত ধারায়।

**দ্বিতীয় পর্যায় : চিত্ত হল জাগ্রত:এক শুভ উদ্যোগ: শুরু হল প্রার্থনা অষ্টাহ (জানুয়ারি ১৮-২৫)**

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার পল ওয়াটসন যিনি ছিলেন আমেরিকার একজন এপিসকোপালিয়ার যাজক, মাদার লাউরানা হোয়াইট-এর সাথে প্রায়শ্চিত্তের সমাজ বা Society of Atonement স্থাপন করেন এবং খ্রিস্টীয় ঐক্যের নিমিত্ত প্রার্থনা অষ্টাহ প্রবর্তন করেন। রেভারেন্ড ওয়াটসন দৃঢ়তার সাথেই বিশ্বাস করতেন যে, মানবকূলের পাপের জন্য যিশুর প্রায়শ্চিত্ত-বলি তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে দাবি করে একতা। অন্য কথায়, যিশু যেমনটি ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, তেমনি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের হতে হবে পুনরায় একত্রিত, তাদের হতে হবে পুনর্মিলিত। ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনা শুরু হয়েছিল ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি ১৮ থেকে জানুয়ারি ২৫।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী খ্রিস্টধর্মতত্ত্বে আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্যের একজন অগ্রগামী পল কুটুনিয়ার ঐক্য অষ্টাহের এক নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে আসেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, প্রত্যাবর্তনের ধারণা প্রার্থনায় কাথলিকদের সাথে যোগদান করতে অনেক খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কঠিন করে তুলেছিল। তিনি বলেন,"মণ্ডলীগুলোকে অতীতের পক্ষপাত বা পূর্বধারণাগুলোকে পরাস্ত করতে হবে, জয় করতে হবে অতীতের অনেক ভুল-ভ্রান্তি।

তাই তিনি শুরু করেন খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য বিশ্বজনীন প্রার্থনাসপ্তাহ, তবে দিনগুলো অপরিবর্তন রাখলেন জানুয়ারি ১৮-২৫, তবে খ্রিস্ট যেমনটি ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, সে অনুসারে মণ্ডলীর একতার জন্য প্রার্থনা করার উপর বিশেষ তাড়না দিয়েছিলেন। বর্তমানে মণ্ডলী প্রার্থনা করে খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য, পূর্ণ মিলনের জন্য, সকল দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে মিলনের জন্য।

***দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল:খ্রিস্টীয় ঐক্যপ্রচেষ্টা:*** সাধু পোপ ২৩ যোহন ভাটিকান মহাসভা শুরু থেকেই মণ্ডলীর মধ্যে ঐকের বিষটির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। বলা যায় তিনিই মণ্ডলীর অভিধানে আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য বা Ecumenism শব্দটি অন্তর্ভূক্ত করেন। মহাসভা একটি দলিল প্রস্তুত করে 'খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টা' নামে। দলিলটিতে আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ-সম্প্রীতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

***United we stand, Divided we fall:*** ঐক্য সাধনের পথ দীর্ঘ বৈকি; কারণ মণ্ডলীগুলোকে অতীতের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, পাস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ... এগুলোকে জয় করতেই হবে; আরো জয় করতে হবে ঐতিহাসিক ভুলভ্রান্তি। তাহলেই ঐক্য স্থাপনের এক নতুন মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। বাংলাদেশে আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। অনেক জায়গায়ই আন্তঃমাণ্ডলিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয় বিশেষভাবে ঐক্য অষ্টাহে। তাছাড়া বছরের অন্য সময়েও বিভিন্ন মণ্ডলী এক সাথে কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে: দরিদ্রদের আর্থিক সহায্য প্রদান; বিভিন্ন শিক্ষা-সেমিনার; যুবগঠন কর্মসূচী; এবং আরো অনেক কিছু।

একসঙ্গে আরো যা কিছু করা যেতে পারে, তা হল: দারিদ্রনিরসন; নারী-পুরুষের সমতা বাস্তবায়ন; অন্যায্যতাকে কুঠারাঘাত এবং সকল স্তরে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। খ্রিস্টযাগ বা প্রভুর ভোজ বিশ্বাসের তত্ত্ব বা Dogma/Doctrine এর কারণে পূর্ণ মিলন বা ঐক্য সম্ভব না হলেও আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব নিয়ে কাজ করা যায়। বাংলাদেশে স্কুলের ধর্মশিক্ষা বইয়ের সিলেবাস প্রস্তুত করা হয় বিভিন্ন মণ্ডলীর বিশেষজ্ঞদের নিয়েই।

***মিলনের ব্যক্তিগত সাক্ষ্য:*** চার্চ অফ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত "ধন্য বুধবারের" মহাসভায় বিশপ মহোদয়ের নিমন্ত্রণে আমি ধর্মপ্রদেশের কমিশনের পক্ষে যোগ দিয়েছি অনেকবার এবং প্রচারকদের একজন হয়ে নির্ধারিত প্রভুর বাক্যের উপর বিশাল ভক্ত সভায় অনুধ্যান সহভাগিতা করেছি; বাপ্টিস্ট সংঘের সেমিনারে সহায়ক হিসাবে নির্ধারিত বিষয়ে উপস্থাপনা রেখেছি। রাজশাহী সিটি চার্চের একজন সর্বশ্রদ্ধেয় খ্রিস্টভক্তের মৃত্যুতে সিটি চার্চে প্রার্থনা সভা ও সমাধিদান অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছি। পারিবারিক প্রার্থনা সভায় যোগদান করেছি। অনেক আগে রাজশাহী সিটি চার্চ আয়োজিত "সূর্যোদয়" প্রার্থনা সভায় অংশ নিয়েছি।

**তৃতীয় পর্যায় : খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ: একটি সুস্পষ্ট ধারণা**

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে "খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহ" এর ঐতিহাসিক পটভূমি। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ফলস্বরূপ ভাটিকানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে Pontifical Council for Promoting Christian Unity. যার কাজই হল কাথলিক মণ্ডলীর নামে বিভিন্ন মণ্ডলীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা। খ্রিস্টীয় ঐক্যের উপর বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করা; পোপ মহোদয়ের হয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। এর আরো একটি কার্যক্রম হল: প্রতি বছর ঐক্য অষ্টাহে (জানুয়ারি ১৮-২৫) অষ্টাহের প্রার্থনা পুস্তিকা প্রস্তুতির কাজে অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে অংশগ্রহণ করা। এবছরও পুস্তিকা বের করার কাজে পোপীয় কাউন্সিল অংশ নিয়েছিলেন। প্রত্যেক বছরেই ঐক্য অষ্টাহের আট দিনের প্রার্থনার জন্য একটি মূলসুর নেওয়া হয়ে থাকে; সবাই মিলে বাস্তবতার নিরিখে মূলসুরটি নেওয়া হয়ে থাকে। এবারের ঐক্য অষ্টাহের উপর একটি ধারণা:

***মূলসুর: সৎ কাজ করতেই শেখো; কোথায় ন্যায়ের পথ, তারই খোঁজ কর (ইসাইয়া ১:১৭)***

এবারের খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহের প্রার্থনা পুস্তিকার মূল পাণ্ডুলিপি যৌথভাবে প্রস্তুত ও প্রকাশ করেছে Pontifical Council for Promoting Christian Unity Commission on Faith and Order of the World Council of Churches আর তা বাংলায় অনুবাদ করে বিতরণ করেছে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন। উক্ত কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি তার বাণী তুলে ধরেন এভাবে-

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ঐক্য অষ্টাহের মূলসুর: *সৎকাজ করতে শেখো; ন্যায্যতারই অন্বেষণ কর।* ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনা-পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশে রয়েছে কাথলিক মণ্ডলী ছাড়াও আরো অনেক মণ্ডলী। বিভিন্ন মণ্ডলীর সাথে ঐক্য স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলেই দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ১৬টি দলিলের মধ্যে রয়েছে আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্যের উপর একটি দলিল: খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টা। তবে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনা যা শুরু করেছিলেন একজন লুথেরান পালক। সেই ধারাতেই প্রতি বছর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনা-পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয় বিভিন্ন মণ্ডলীর প্রতিনিধিদের নিয়ে। কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন ভাতিকানের Pontifical Council for Promoting Christian Unity।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের পক্ষ থেকে ভাটিকান থেকে পাওয়া ইংরেজি সংস্করণ THE WEEK OF PRAYER FOR PROMOTING CHRISTIAN UNITY প্রার্থনা-পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদ ক'রে পুস্তিকা আকারে আপনাদের ধর্মপ্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রার্থনা পুস্তিকাটি ঐক্য অষ্টাহে, এমন কি গোটা বছরেই ব্যবহার করবেন এটি আমার প্রত্যাশা। আর এইভাবেই খ্রিস্টীয় ঐক্য আমাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে এবং যিশুর প্রার্থনা "তারা যেন এক হয়" তা বাস্তবে পূর্ণ হবে।

***এবারের ঐক্য অষ্টাহের জন্য ঐশবাণী (ইসাইয়া ১: ১২-১৮)***

১২ স্বয়ং ভগবান এই কথা বলছেন: "যখন তোমরা আমার সামনে আস, তখন আমার এই মন্দির-প্রাঙ্গণে ওইসব পশুর পায়ের শব্দ তোমাদের কে-ই বা শোনাতে বলেছে? ১৩ না, ওইসব অসার নৈবেদ্য আর এনো না কখনো; ওই ধুনোর ধোঁয়া আমার জঘন্য-ই লাগে। কিংবা সেই অমাবস্যা আর বিশ্রামবার পালন, ওইসব ধর্মসম্মেলনের অনুষ্ঠান ... একই সঙ্গে যত মহাপর্ব পালন করা আর অনাচার করা, না, তা আমি কিছুতেই সইতে পারছি না। ১৪ তোমাদের অমাবস্যার অনুষ্ঠান, তোমাদের যত পর্বীয় সমাবেশ, ওসব তো মনেপ্রাণেই ঘৃণা করি আমি, ওসব তো আমার কাছে দুঃসহ বোঝারই সমান, আর সেই বোঝা বয়ে-বয়ে আজ পরিশ্রান্ত আমি! ১৫ তোমরা যখন আমার দিকে বাড়াও দু'হাত, আমি তখন চোখ বুজেই থাকি। না, তোমরা যতই ডাক, শুনব না আমি। দেখছ না, তোমাদের হাত দু'টো কেমন রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। ১৬ সব ধুয়ে ফেল, নিজেদের নির্মল ক'রে তোল; তোমাদের ওই যত অপকর্ম আমাকে আর যেন দেখতে না হয়। তোমরা অসৎ কাজ আর করো না; ১৭ বরং সৎ কাজ করতেই শেখো; কোথায় ন্যায়ের পথ, তারই খোঁজ কর, নিপীড়ককে উচিৎ শিক্ষা দাও; তোমরা অনাথকে তার ন্যায্য অধিকার দাও, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর!" ১৮ ভগবান বলছেন: "এসো, বরং ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যাক।! জেনে রাখ, তোমাদের পাপ যদি সিঁদুরে-লাল-ও হয়, তা কিন্তু শুভ্র হয়ে উঠবে তুষারেরই মত; তেমনি যদি রক্ত-লাল-ও হয়, তা কিন্তু হয়ে উঠবে পশমেরই মতো।"

***ঐক্য অষ্টাহ ২০২৩: পটভূমি***

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ঐক্য অষ্টাহের মূলসুর: ***'সৎ কাজ করতেই শেখো; কোথায় ন্যায়ের পথ, তারই খোঁজ কর'*** *(ইসাইয়া ১:১৭)*।

প্রবক্তা ইসাইয়া যখন লিখেন, তখন ইস্রায়েল জাতির লোকদের মধ্যে চলছিল অন্যায়, অন্যায্যতা, উৎপীড়ন-নিপীড়ন। অন্যদিকে আবার যজ্ঞবেদীর উপর ঈশ্বরের নামে পশু বলিদান। আর সেই জন্যে প্রবক্তার মুখে উচ্চারিত ঈশ্বরের এই সোচ্চার-বাণী, ***"সব ধুয়ে ফেল, নিজেদের নির্মল ক'রে তোল; তোমাদের ওই যত অপকর্ম আমাকে আর যেন দেখতে না হয়। তোমরা অসৎ কাজ আর করো না।"*** প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে ব্যক্তি মর্যাদা; ব্যক্তি স্বাধীনতা; এই সর্বজনীন সত্য স্বীকার ক'রে সকল মানুষের সাধারণ মঙ্গল করার কাজে যেন তারা নিয়োজিত থাকে। আর এইভাবেই তো বাস্তবায়িত হবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। এ বিষয়ে প্রবক্তার বাণী: ***"তোমরা অনাথকে তার ন্যায্য অধিকার দাও, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর!"***

পুস্তিকাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন সুরই বেজে উঠেছে: আর নয় বিভেদ-বিচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব-কলহ; আর নয় দরিদ্রের উপর নিপীড়ন-উৎপীড়ন, অন্যায় অত্যাচার; তৃণমূল বা বিধবাদের প্রতি আর নয় অবিচার; একতা ও মিলনের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠুক এবার মিলনসমাজ, ভ্রাতৃসমাজ। এইভাবেই পূর্ণ হবে যিশুর প্রার্থনা: **"তারা যেন এক হয়।"**

*বি.দ্র: এখানে ঐক্য অষ্টাহের উপর একটি সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে। মূল অংশসহ প্রার্থনা-পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে সকলে ঐক্য প্রার্থনায় অংশ নিতে পারেন।* ✿

# খ্রিস্টীয় ঐক্য অষ্টাহে প্রার্থনা সভা

**মূলসুর:** "ভাল কাজ করতে শেখো-ন্যায্যতার অন্বেষণ কর"

*(প্রার্থনা সভাটি নিজ নিজ মণ্ডলীতে অথবা আন্তঃমাণ্ডলিক পরিসরেও করা যেতে পারে)*

**পরিচালক: ভূমিকা**

**একত্রিত হবার আহ্বান**

ভ্রাতৃগণ, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। দীক্ষাস্নান দ্বারা আমরা খ্রিস্টের দেহের অংশী হয়েছি, তবু আমাদের কৃত পাপ দ্বারা আমরা পরস্পরের ব্যথা ও আঘাতের কারণ হয়েছি। সৎকাজ করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। অতিদরিদ্র মানুষের ঘোরতর উৎপীড়নের সামনে আমরা ন্যায্যতা অন্বেষণ করি নাই; বিধবা ও এতিমদেরও যত্ন নেইনি। এইভাবে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ *(ইসাইয়া ১:১৭)* তা-ও আমরা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছি।

সবাই একত্রিত হয়ে, আসুন আমরা আমাদের পাপ সকল চিহ্নিত করি; ধ্যান করি, আত্মপরীক্ষা করি এবং সৎকাজ করতে ও ন্যায্যতার অন্বেষণ করতে শিখি। আমাদের মাঝে যেসব ভেদাভেদ রয়েছে তা জয় করতে এবং বিভিন্ন কাঠামো ও পদ্ধতি যা আমাদের সমাজগুলোর মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে, ঈশ্বরের শক্তি ও অনুগ্রহে আমরা যেন সেগুলোকে একেবারে নির্মূল করে দিতে পারি।

আমরা আজ একত্রিত হয়েছি প্রার্থনা করার জন্য, আমাদের আন্তঃমাণ্ডলিক একতাকে আরো অধিক শক্তিশালী করার জন্য; যেন আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে "আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে পারি, আমরা যেন সাহসের সাথে আমাদের নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃ-মিলনকে সমৃদ্ধি এবং আমাদের মাঝেই যে বৈচিত্র্যের ধন-ভাণ্ডার রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে পারি। বিশ্বাস নিয়ে আমরা প্রার্থনা করি।

গান: যীশু, ঘৃণার রাজ্যে এনেছ তোমার প্রেম।

**পাপ স্বীকার ও ক্ষমা ভিক্ষার জন্য আহ্বান: পাঠ *(ইসাইয়া ১: ১২-১৮)***

**পরিচালক:** আসুন আমরা প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণীর অনুসরণে আমাদের পাপ স্বীকার করি

**পাঠক ১**-*"যখন তোমরা আমার সামনে আস, তখন আমার এই মন্দির-প্রাঙ্গণে ওইসব পশুর পায়ের শব্দ তোমাদের কে-ই বা শোনাতে বলেছে? না, ওইসব অসার নৈবেদ্য আর এনো না কখনো; ওই ধুনোর ধোঁয়া আমার জঘন্য-ই লাগে (১২-১৩ক)।"*

**সকলে:** যখন নম্র চিত্ত নিয়ে তোমার সঙ্গী হয়ে জীবনপথে না চলে আমরা যখন তোমার চরণে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে আসি, তখন আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে থাকি। হে প্রভু আমাদের ক্ষমা কর।

**নীরবতা**

**পাঠক ২**-*"সেই অমাবস্যা ও বিশ্রামবার পালন, ওইসব ধর্মসম্মেলনের অনুষ্ঠান ... একই সঙ্গে যত মহাপর্ব পালন করা আর অনাচার করা, না, তা আমি কিছুতেই সইতে পারছি না! তোমাদের অমাবস্যার অনুষ্ঠান, তোমাদের যত পর্বীয় সমাবেশ, ওইসব তো মনেপ্রাণেই ঘৃণা করি আমি; ওসব তো আমার কাছে দুঃসহ বোঝারই সমান, আর সেই বোঝা বয়ে-বয়ে আজ আমি পরিশ্রান্ত (১৩খ-১৪)।"*

**সকলে:** সারা পৃথিবীতে সৃষ্ট নানাবিধ ঔপনিবেশিকতার অসৎ কর্মগুলোর মাঝে মণ্ডলীগুলোর অংশগ্রহণ; এর জন্যে আমরা ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। হে প্রভু আমাদের ক্ষমা কর।

**নীরবতা**

**পাঠক ৩** - *"তোমরা যখন আমার দিকে বাড়াও দু'হাত, আমি তখন চোখ বুজেই থাকি। না, তোমরা যত-ই ডাক. শুনব না আমি। দেখছ না, তোমাদের হাত দু'টো কেমন রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে (পদ ১৫)।"*

**সকলে:** আমরা ক্ষমা চাই আমাদের দ্বারা কৃত মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি অন্যায়-অন্যায্যতা ও উৎপীড়ন-নিপীড়নের পাপের জন্য, যা ঈশ্বরের সৃষ্টির বিচিত্র সমন্বয়ের মাঝে তৈরী করে বহুবিধ ভাঙ্গন, বিভাজন। হে প্রভু, আমাদের ক্ষমা কর।

**নীরবতা**

**(পাঠ চলাকালে)**

*(জলকুণ্ডে পরিচালক এক ঘটি জল জলাধারে বা একটি বেসিনে ঢালতে থাকে)*

**পাঠক ৪**- *"নিজেদের ধৌত কর; নিজেদের নির্মল ক'রে তোল; তোমাদের ওই যত অপকর্ম আমাকে আর যেন দেখতে না হয়! তোমরা অসৎ কাজ আর ক'রো না, বরং সৎ কাজ করতেই শেখো; কোথায় ন্যায়ের পথ, তারই খোঁজ কর; নিপীড়ককে উচিৎ শিক্ষা দাও; তোমরা অনাথকে তার ন্যায্য অধিকার দাও; বিধবার পক্ষ সমর্থন কর (১৬ ও ১৭ পদ)।"*

**সকলে:** দীক্ষার সময় দীক্ষার জীবনদায়ী জলে আমরা বিধৌত হয়েছি; প্রভুর ক্ষমা লাভ করে আবারও আমরা আমাদের জীবনকে নবায়ন করতে চাই। হে প্রভু, আমাদের ক্ষমা কর এবং একে অন্যের সাথে ও সৃষ্টির সাথে আমাদেরকে পুনর্মিলিত কর।

**নীরবতা**

**পাঠক ৫**- ভগবান বলছেন, *"এসো, বরং ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা যাক! জেনে রাখ, তোমাদের পাপ যদি সিঁদুরে-লাল-ও হয়, তা কিন্তু শুভ্র হয়ে উঠবে তুষারেরই মতো (পদ ১৮)।"*

**পরিচালক:** ঈশ্বর তাঁর করুণাগুণে তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুন যেন তোমরা ন্যায়ধর্ম পালন কর, ভক্তি-ভালবাসাকে হৃদয়ে গেঁথে রাখ, আর নম্র চিত্তে তোমাদের ঈশ্বরের সঙ্গী হয়ে জীবন পথে চল।

**নীরবতা**

**পরিচালক: সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বর আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং আমাদের পাপ সকল ক্ষমা করুন।**

**সকলে:** ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

**প্রার্থনা**

**পরিচালক:** হে সর্বজনের পরমেশ্বর, ভেদাভেদ, অন্যায্যতা, বৈষম্য, দরিদ্রের শোষণ আমাদের এমন সব পাপ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে স্বীকার করার এই-যে সুযোগ আমরা পেয়েছি তার জন্য আমাদের দেহ-মন-আত্মা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তোমার মহান সৃষ্টির অপরূপ বৈচিত্রতায় একত্রিত হয়ে এক খ্রিস্টীয় পরিবারের মতই তোমার সম্মুখে আমরা আজ উপস্থিত; আমাদের মধ্যে রয়েছে বহু জাতি-গোষ্ঠির মানুষ : আদিবাসী, বাঙালি ও আরো; তবে আমরা সবাই খ্রিস্টের একই দেহের অংশী।

আমরা তোমার প্রশংসা করি, কেননা দীক্ষাস্নানের জীবনদায়ী জল দ্বারাই সিঁদুরে-লাল আমাদের পাপ বিধৌত হয়েছিল, আমরা হয়েছিলাম নিরাময় এবং ঈশ্বরের পরিবারেরই তাঁর প্রিয় জনসমাজের অংশী। তাই হে প্রভু পরমেশ্বর, আমরা তোমার কাছে আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

ঐক্য অষ্টাহের এই যাত্রায় আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের চক্ষু ও হৃদয়মন তোমার পবিত্র প্রজ্ঞার দিকে তুলে ধরি যে প্রজ্ঞার অংশভাগী আমরা সবাই। আমাদের সাহায্য কর, আমরা যেন ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করি এবং একই পরিবার হিসাবে, তোমারই অপরূপ সৃষ্টির মাঝে তোমারই পবিত্র আত্মায় এক হয়ে আমরা আজ এখানে সম্মিলিত হই।

এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে।

**সকলে: আমেন।**

**গান:** *নন্দিত মনে প্রভুর ভবনে*

**এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্র থেকে পাঠ ২:১৩-২২**

**ধুয়োসহ সামসঙ্গীত সামসঙ্গীত ৪২** (অংশগুলো একজন পাঠ করবে)

**পাঠক:** জলস্রোতের জন্যে ব্যাকুল যেন হরিণীর মতো, ওগো ঈশ্বর, তোমারই জন্যে ব্যাকুল আমার প্রাণ!! পরমেশ্বর, আহা, জীবনেশ্বর --- তাঁরই জন্যে তৃষিত আমার প্রাণ! ঈশ্বরের কাছে, আহা, কবে যাব আমি, কবে পাব তাঁর শ্রীমুখের দর্শন?

**সকলে: ভরসা রাখ ঈশ্বরেই! জানি, তাঁর গুণগান আবার গাইব আমি!**

**পাঠক:** হায় রে, আজ নিশিদিনের অন্ন আমার শুধুই অশ্রুজল; লোকেরা আমায় সুধায় সারাদিন: "ওহে, কোথায় গেল তোমার ঈশ্বর?" এখন আমি স্মরণ করি সেই অতীত দিনের কথা; আর বাঁধা মানে না মনের আবেগ! সেদিন সবার সঙ্গে শোভাযাত্রায় এগিয়ে যেতাম আমি, এগিয়ে যেতাম ঈশ্বরের গৃহের অভিমুখে; চতুর্দিকে বাজত জয়ধ্বনি, বন্দনা-সঙ্গীত; চতুর্দিকে জনতার উল্লাস!

**সকলে: ভরসা রাখ ঈশ্বরেই! জানি, তাঁর গুণগান আবার গাইব আমি!**

**পাঠক:** প্রাণ আমার, অমন ক'রে কেনই বা আজ ভেঙ্গে পড়ছ তুমি? ভেতরে ভেতরে কেন-ই বা অমন অস্থির হয়ে উঠছ তুমি? বরং ভরসা রাখ ঈশ্বরেই! জানি, তাঁর গুণগান আবার গাইব আমি; আমার ত্রাতা তিনি, আমার ঈশ্বর যিনি!

**সকলে: ভরসা রাখ ঈশ্বরেই! জানি, তাঁর গুণগান আবার গাইব আমি!**

**পাঠক:** আহা, ভগবানের করুণা ঝরুক সারাদিন; রাত্রিবেলায় গাইব আমি তাঁর বন্দনাগান; আমার জীবনস্বামী ঈশ্বরের চরণে জানাব প্রার্থনা! আমার ত্রাণশৈল ঈশ্বরকে আজ বলছি বারবার; "কেনই বা তুমি আমায় ভুলে আছ? আজ কেনই বা শত্রুর তাড়নায় আমায় এমন দুঃখের পথ চলতে হয়?"

**সকলে: ভরসা রাখ ঈশ্বরেই! জানি, তাঁর গুণগান আবার গাইব আমি!**

**পাঠক:** আমার বিপক্ষে রয়েছে যারা, তাদের আঘাতে আঘাতে এমন মর্মাহত আমি; তারা আমায় কত অপমান করে! সারাদিন সুধায় আমায়: "ওহে, কোথায় গেল তোমার ঈশ্বর?"

**সকলে: ভরসা রাখ ঈশ্বরেই! জানি, তাঁর গুণগান আবার গাইব আমি!**

***মঙ্গলসমাচার পাঠ: মথি ২৫:৩১-৪০***

**গান: পরম করুণাময় আশীর্বাদ কর আমাদের।**

**ধর্মোপদেশ**

***(ক্ষণিক নীরবতা/অথবা একটি গান: যা কিছু তুমি করেছ, অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি ...***

**বিভিন্ন উদ্দেশে প্রার্থনা**

**পরিচালক:** বিশ্বাস ও ভরসা নিয়ে প্রার্থনায় আমরা সেই প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে আসি যিনি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

হে সৃজনকার পরমেশ্বর, আমরা এমনসব বাস্তবতার মধ্যে বসবাস করছি যার ফলশ্রুতিতে কারো কারো জীবন হচ্ছে দরিদ্র থেকে অধিকতর দরিদ্র; আবার কয়েকজন জীবনকে করছে অতিপ্রাচুর্যপূর্ণ। সকলের কল্যাণার্থে তোমার এই অপরূপ সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে, আমাদের কাছে প্রদত্ত তোমার সম্পদসমূহকে কিভাবে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে হয়, সেই শিক্ষা তুমি আমাদের দান কর। ক্রন্দনরত সৃষ্টি তোমার প্রতি করে হাহাকার।

**সকলে: আমাদের শিক্ষা দাও এবং দেখাও তোমার পথ।**

**পরিচালক:** হে করুণাময় ঈশ্বর, সেই ক্ষতগুলো নিরাময় করতে আমাদের সাহায্য কর যার দ্বারা আমরা একে অন্যকে নির্যাতন করেছি এবং তোমারই জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করেছি বিচ্ছেদ-ভেদাভেদ। জনমণ্ডলীকে এক নতুন সৃষ্টি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যিশু যেমন শিষ্যদের অন্তরে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছিলেন, তেমনি তুমি তোমার অনুগ্রহে আমাদের মাঝে প্রেরণ কর তোমার পবিত্র আত্মাকে, আমরা যেন আমাদের সকল বিভাজনের ক্ষত নিরাময় করতে পারি *এবং* নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারি সেই একতা যার জন্য যিশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

**সকলে: আমাদের শিক্ষা দাও এবং দেখাও তোমার পথ।**

**পরিচালক:** হে খ্রিস্ট, তুমিই পথ, সত্য ও জীবন! এই পৃথিবীতে তুমিই তোমার প্রকাশ্য জীবনে তোমার কল্যাণকর্ম দ্বারা ভেঙ্গে দিয়েছ ভেদ-বিভেদের প্রাচীর এবং নির্মূল করেছ সকল কুসংস্কার যা মানুষকে করে রাখে অবরুদ্ধ।

**সকলে: আমাদের শিক্ষা দাও এবং দেখাও তোমার পথ।**

**পরিচালক:** হে পবিত্র আত্মা, তুমিই তো পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোল। তাইতো পর্বতচূড়া, আকাশের গর্জন, নদীনালার খরস্রোতের ছন্দ আমাদের সাথে করে আলাপন।

**সকলে: কেননা আমরা একে অপরের সাথে সংযুক্ত।**

**পরিচালক:** তারকারাজির নির্জীবতা, প্রভাতের সজীবতা, পুষ্পরাজির উপর শিশিরবর্ষণ আমাদের সাথে করে আলাপন।

**সকলে: কেননা আমরা একে অপরের সাথে সংযুক্ত।**

**পরিচালক:** যারা দীনদরিদ্র, নির্যাতিত এবং প্রান্তিক তাদের কণ্ঠস্বর আমাদের সাথে করে আলাপন।

**সকলে: কেননা আমরা একে অপরের সাথে সংযুক্ত।**

**পরিচালক:** তবে সর্বোপরি, আমাদের হৃদয় তোমার প্রতি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলে ওঠে: "আব্বা, পিতা'। তাই আমরা এখন একত্রে বলি,

**সবাই: হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ ...**

**পরিচালক:** হে চিরন্তন ঈশ্বর, পবিত্র মিলন-সমাজ হিসেবে এখানে সমবেত আমাদের সবার প্রতি তুমি মুখ তুলে চাও এবং তোমারই পরিকল্পনা অনুসারে, তুমি তোমার ইচ্ছা অনুসারে আমাদের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই পাঠাও। তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি আমাদের সবাইকে উৎসাহিত কর, আমরা যেন আমাদের জীবনের গল্প-বলা অব্যাহত রাখি, আমাদের প্রাত্যাহিক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে তোমার সৃষ্টির উদ্দেশে যা-কিছু মঙ্গলকর তা বাস্তবায়ন করতে পারি এবং সবকিছুর মধ্যে যা-কিছু ন্যায্য তারই অন্বেষণ করতে পারি। আমাদের মন-অন্তর দৃঢ় কর আমরা যেন ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মাঝে এক হয়ে উঠি; হয়ে উঠি জীবনসঞ্চারী। এই প্রার্থনা করি জগতকে জীবনদানকারী তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন।

**বিদায় সম্ভাষণ:** প্রভু পরমেশ্বর আমাদের প্রতি সদয় হউন; আমাদের আশীর্বাদ করুন ও রক্ষা করুন। প্রভু আমাদের উপর তাঁর মুখমণ্ডলের প্রভায় আমাদেরকে শোভিত করুন। তাঁর মুখাবয়ব আমাদের উপর নিবদ্ধ করুন এবং আমাদের শান্তি দান করুন।

**সকলে:** আমেন

**গান:** গাওরে সবে প্রভুরই গান অথবা জয় প্রভু তোমারই জয়, তুমি আমাদের ভালবাসা॥

**প্রার্থনা প্রস্তুতকরণে : ফাদার প্যাট্রিক গমেজ সেক্রেটারি, খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন, সিবিসিবি**

# যিশু পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা

**ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি**

স্বর্গের পরম সুখ ছেড়ে যিশুর এই পৃথিবীতে আগমনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, আর তা হলো মানব পরিত্রাণ বা মুক্তি। তাহলে একটি প্রশ্ন জাগে: যিশু কি তাহলে পুরাতন নিয়ম বাতিল করে নতুন কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর যিশু নিজেই দিয়েছেন: *"তোমরা এই কথা মনে করো না যে, আমি মোশীর বিধান বা প্রবক্তাদের নির্দেশ বাতিল করতে এসেছি। আমি তা বাতিল করতে আসিনি, বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি (মথি ৫:১৭)।"*

আমাদের অন্তরে তাই অসীম আগ্রহ নিয়ে জানা একান্ত আবশ্যক যে, যিশু কীভাবে পুরাতন নিয়ম বা বিধান বাতিল বা ধ্বংস না করে তাকে পূর্ণতা দিতে এসেছেন। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের অনেক বিষয় থেকে কিছু বিষয়ের আলোকে এখানে তার সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

**১। ঈশ্বরের স্বরূপ: পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম**

**পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর:** ঈশ্বর শাস্তিদাতা। তিনি মানুষের পাপ-অপরাধের জন্যে চরম শাস্তি প্রদান করেন। এখানে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে পুরাতন নিয়ম থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

(১) আদম হবার পাপে পতন এবং ঈশ্বর কর্তৃক তাদেরকে চরম শাস্তি দান *(আদিপুস্তক ৩:১-১৯)*।

(২) ধার্মিক নোয়ার সময় জলপ্লাবন দিয়ে পাপী মানুষকে নিঃশেষ করে দেওয়া *(আদিপুস্তক ৬:৫-১৩)*।

(৩) সদোম ও গমোরার চরম বিনাশ: মানুষের চরম পাপের কারণে ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিয়ে নগর দু'টি ধ্বংস করে দেন *(আদিপুস্তক ১৮:১৬-১৯:২৯)*।

(৪) ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতির মিশরে দাসত্বের সময় মিশরীয়দের তিনি দশটি আঘাতের মাধ্যমে চরম শাস্তি দিলেন *(যাত্রা ৭:১৪- ১০:২০)*। এখানে এক নির্দয় ও কঠোর প্রকৃতির ঈশ্বরের রূপটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

***নতুন নিয়মে ঈশ্বর:*** ঈশ্বর পাপীর উদ্ধারকর্তা বা পাপীর রক্ষাকারী: এখানে নতুন নিয়ম থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

(১) পাপীকে উদ্ধার করতে ঈশ্বর যিশুর মধ্যদিয়ে মর্তে নেমে এলেন। এখানে ঈশ্বরের পরম করুণাময় ও প্রেমময় রূপটি অতি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। সাধু যোহন পাপীর প্রতি ঈশ্বরের অসীম প্রেমের দিকটি তুলে ধরে বলেন: *"পরমেশ্বর জগতকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করে দিয়েছেন, যাতে যে-কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন (যোহন ৩:১৬)।"*

(২) যিশু পাপীকে ঘৃণা করেন না এবং পরিত্যাগও করেন না, বরং তিনি পাপী মানুষের কাছে যান; পাপীকে কাছে টেনে নেন। ভালবাসা দিয়ে তিনি পাপীর অন্তরে মন পরিবর্তনের চেতনা জাগ্রত করেন এবং পাপের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের ক্ষমা যাচ্না ও ক্ষমা লাভের সুযোগ করে দেন। আর এভাবে তিনি পাপীকে নতুন জীবনের পথে পরিচালিত করেন। তা হলো যিশুর মুক্তিকর্মের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বা 'মিশন' -এটি হলো যিশুর প্রধান প্রেরণ-কর্ম। সেজন্যেই তিনি বলেন: *"আমি ধার্মিকদের কাছে নয়, ববং পাপীদের কাছে অনুতাপের আহ্বান জানাতে এসেছি (লুক ৫:৩২, মথি ৯:১৩, মার্ক ২:১৭)।"*

**২। ভালবাসা: পুরাতন নিয়মে ও নতুন নিয়মে**

***পুরাতন নিয়মে:*** বাইবেলের পুরাতন নিয়মে কোথাও উল্লেখ না থাকলেও অনেক ইহুদী রাব্বি বা ধর্মগুরু শিক্ষা দিতেন যে, *"তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে এবং শত্রুকে ঘৃণা করবে (মথি ৫:৪৩)।"* কুমরান সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেও সেরূপ মনোভাব ও শিক্ষা প্রচলিত ছিল। সেখানে শত্রুর প্রতি ঈশ্বরের মনোনীত জাতির মানুষের ব্যবহার কেমন হবে, তা-ও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: *"চোখের বদলে চোখ; দাঁতের বদলে দাঁত (মথি ৫:৩৮)।"* সেখানে শত্রুর প্রতি দয়া, সহানুভূতি প্রদর্শনের কোন স্থান নেই এবং শত্রুর প্রতি কোমলপ্রাণ হওয়ার কোন স্থান নেই।

***নতুন নিয়মে:*** যিশু ভালবাসা সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের একেবারে বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি পাপীর প্রতি ভালবাসা, করুণা, দয়া ও ক্ষমায় পরিপূর্ণ। দেখা গেছে, যিশু পাপীকে পুণ্য পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে পাপীদের বাড়িতে গিয়েছেন, তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়াও করেছেন। আর সেই জন্যেই যিশুর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছে: *"উনি কিনা একটা পাপীর বাড়িতে অতিথি হতে গেলেন এবং তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়াও করেন (মার্ক ২:১৬; (লুক ১৯:৭); মথি ৫:১১)।"* যিশুকে তাই চরম অপরাধী বা পাপী মনে করে ইহুদীরা পিলাতের দরবারে চিৎকার করে বলেছিল: *"ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও (মথি ২৭:২২,২৩)।"*

**৩। পাপী: পুরাতন বিধান ও নতুন বিধান - মৃত্যুদণ্ড বনাম জীবন রক্ষা**

***পুরাতন নিয়মে:*** গুরুতর অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান যা ছিল ধর্মসম্মত ও পবিত্র দায়িত্ব। অনেক ধর্মনেতা, সমাজপতি ও সাধারণ জনগণ এরূপ কাজে অংশ নেয়াকে পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করতো। পবিত্র বাইবেলের লেবীয় পুস্তকে বলা হয়েছে:

(১) যে লোক নিজের পিতাকে বা মাতাকে অভিশাপ দেবে, তার প্রাণদণ্ড হবে *(লেবীয় ২০:৯)*।

(২) কেউ যদি কোন বিবাহিতা নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, অর্থাৎ, পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, তাহলে ওই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী দু'জনেরই প্রাণদণ্ড হবে *(লেবীয় ২০:১০)*। তাছাড়া যে ব্যক্তি নিজের বিমাতার সাথে দৈহিক সম্পর্ক করে, তাদের দু'জনের প্রাণদণ্ড হবে *(লেবীয় ২০:১১)*। এরকম আরো বেশ কিছু পাপ-অপরাধের জন্যে প্রাণদণ্ডের বিধান রয়েছে *(লেবীয় ১৯ ও ২০ অধ্যায়)*।

(৩) আরো কিছু উদাহরণ: (ক) **সুজানা:** মিথ্যা ও সাজানো ব্যভিচারের অপরাধে প্রাণদণ্ড দেবার উদ্দেশ্যে সমাজপতিরা তার বিচার করছিল (দানিয়েল ১৩ অধ্যায়); (খ) **পতিতা মারীয়া মাগদালেনা:** পুরাতন বিধান অনুসারে প্রাণদণ্ড দেবার উদ্দেশে তাকে যিশুর কাছে আনা হয়েছিল *(যোহন ৮:১-১১)*।

**নতুন নিয়মে:** পাপীর প্রাণ বা জীবন রক্ষা করা যিশুর কাছে ছিল একটি পবিত্র দায়িত্ব ও মহৎ দায়িত্ব। তাই পাপীকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনা ছিল যিশুর প্রধান কাজ। সেজন্যেই তিনি তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেন এই বলে: *"তোমরা মন ফেরাও, স্বর্গরাজ্য এখন সন্নিকট (মথি ৪:১৭, মার্ক ১:১৫)।"* অর্থাৎ, লোকদের প্রতি যিশুর আহ্বান হচ্ছে: মন্দতা ছেড়ে পবিত্রতার পথে, সুন্দর জীবনের পথে এগিয়ে চল- এটিই ঈশ্বরের পথ, এটিই সৃষ্টিকর্তাকে পাবার পথ।

**৪। প্রতিশোধকারী ঈশ্বর বনাম ক্ষমাশীল ঈশ্বর**

***পুরাতন নিয়মে:*** পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে, *"চোখের বদলে চোখ; দাঁতের বদলে দাঁত (মথি ৫:৩৮)।"* এখানে ঈশ্বরকে পাপী ও অন্যায়কারীদের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ বলে মনে হয়- অর্থাৎ, ঈশ্বর পাপীদের শাস্তি দেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন। সদোম-গমোরার উদাহরণ এখানে অতি স্পষ্ট (আদি ১৮:১৬-১৯:২৯)। এমন কি, পুরাতন নিয়মের প্রবক্তাদের শিরোমণি এলিয়ও তার কাছে বাজিতে পরাজিত *(১ রাজাবলি ১৮:২০-৪০)* বায়াল দেবতার পুরোহিতদের হত্যা করেন: *"এলিয় তখন নীচে কিশোন-খাদনদী পর্যন্ত নামিয়ে এনে সেখানেই তাদের হত্যা করলেন (১ রাজাবলি ১৮:৪০খ)।"*

সামসঙ্গীত বা গীতসংহিতা ৭ ও ১১ তে-ও এই প্রতিশোধ পরায়ণ ঈশ্বরের চিত্রটি লক্ষ্য করা যায়। সামসঙ্গীত রচয়িতা ঈশ্বরের কাছে তার শত্রুদের বিনাশ চেয়ে প্রার্থনা করে বলেছেন: *"ওগো ভগবান, মহাক্রোধে দাঁড়াও এবার, উন্মত্ত শত্রুদের সামনে রুখে দাঁড়াও" (সামসঙ্গীত ৭:৬); যত দুর্জনের ওপর ঝরাবেন তিনি জ্বলন্ত গন্ধক, জ্বলন্ত অঙ্গার (সামসঙ্গীত ১১:৬)।"*

***নতুন নিয়মে:*** যিশুর মধ্যদিয়ে ভালবাসা ও দয়াতে পূর্ণ, একজন কোমল প্রাণ ও অসীম রূপে ক্ষমাশীল ঈশ্বরের পরিচয় অতি স্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। যিশু নিজেই তাঁর পরিচয় দিয়ে এবং দুর্বল পাপীকে তাঁর ভালবাসার আশ্রয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন: *"তোমরা শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসো: আমি তোমাদের আরাম দেব, ---আমি যে কোমল ও বিনম্র-হৃদয় (মথি ১১:২৮,২৯)।"*

মহান ঈশ্বরের চোখে প্রতিটি মানুষের জীবন মহামূল্যবান। কেননা, তিনি আমাদের প্রত্যেককে অনেক ভালবাসা দিয়ে এবং তাঁর নিজ প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন *(আদি ১:২৬)*। নতুন নিয়মে তাই পাপীর প্রতি যিশুর, তথা ঈশ্বরের সীমাহীন ভালবাসা ও ক্ষমাশীলতার চিত্রটি অতি সুন্দর রূপে ফুঠে উঠেছে অনেক ঘটনায়। যিশুর শিক্ষায় ও তাঁর জীবনের কতকগুলো স্পষ্ট উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলো:

(ক) হারানো মেষ খুঁজে পাওয়া *(লুক ১৫:৩-৭)*।

(খ) হারানো মূদ্রা খুঁজে পাওয়া *(লুক ১৫:৮-১০)*।

(গ) অপব্যায়ী পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতা *(লুক ১৫:১১-৩২)*।

(ঘ) পাপী করগ্রাহক মথিকে তার শিষ্য হবার আহ্বান *(মথি ৯:৯-১৩)*।

(ঙ) পাপী ও ঘৃণিত করগ্রাহক জাখেয় (সক্কেয়)-এর বাড়িতে উপযাজক হয়ে যিশুর আগমন ও আহার গ্রহণ *(লুক ১:১-১০)*।

(চ) পতিতা নারী কর্তৃক যিশুর পদ প্রক্ষালন *(লুক ৭:৩৬-৫০)*।

(ছ) ভ্রষ্ট সমরীয় নারীর সাথে যিশুর সুখবর প্রচার এবং তার কাছে যিশুর নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ *(যোহন ৪:১-৩০)*।

(জ) পাপী পতিতা নারী মারীয়া মাগদালেনার জীবন রক্ষা এবং নতুন জীবন দান *(যোহন ৮:৩-১১)*।

(ঝ) যিশু তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অনুতাপী চোরকে তাঁর সাথে প্রথম স্বর্গে প্রবেশের সুবর্ণ সুযোগ দান *(লুক ২৩:৪৩)*।

(ঞ) মৃত্যুর পূর্বে যিশু তাঁর হত্যাকারী ও সমস্তদেও শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়ে স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন: *"পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা যে কী করছে, তা তারা জানে না (লুক ২৩:৩৪)।"*

**৫। ঈশ্বরের মনোনীত জাতি**

***পুরাতন নিয়মে:*** ইহুদীরা মনে করতো (এখনো মনে করে) তারাই ঈশ্বরের একমাত্র মনোনীত জাতি; তারাই ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত মানুষ। মহান ঈশ্বর তাদের সাথেই সন্ধি করেছেন। সেজন্যেই তারা অন্য জাতির মানুষকে হেয় চোখেই দেখতো, তাদের শত্রু ভাবতো।

***নতুন নিয়মে:*** যিশু তাঁর শিক্ষায় ও জীবন-আচরণে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যে, তিনি শুধু ইহুদী জাতির মুক্তিদাতা নন, তিনি সকল জাতির সকল মানুষের মুক্তিদাতা। যে কোন ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী-কৃষ্টির মানুষই যিশুর আপনজন হতে আহূত। তাই তিনি বলেন: *"যে কেউ আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভাই, আমর বোন, আমার মা (মথি ১২:৫০)।"* তাই তাঁর জীবনকালে ইহুদী ছাড়াও অনেক অ-ইহুদী যিশুর দয়া ও ভালবাসা পেয়ে, বিভিন্ন অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে ধন্য হয়েছে। এখানে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো: (ক) অ-ইহুদী রোমান সেনাপতির চাকরকে যিশু সুস্থ করেন *(মথি ৮:৫-১৩)*; (খ) নাইন নগরের বিধবা মায়ের মৃত একমাত্র পুত্রকে জীবন দান *(লুক ৭:১১-১৭)*; ভিনজাতি সমরীয় নারীর কাছে 'মশীহ' রূপে যিশুর পরিচয় প্রকাশ এবং তাদের গ্রামে দু'দিন অবস্থান ও গ্রামবাসীর কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার- ফলে অনেক সমরীয় তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠলো *(যোহন ৪:১-৩০,৩৯-৪২)*। খ্রিস্টযিশুতে বিশ্বাসী ও তাঁর নামে দীক্ষিত মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এক নতুন মানব সমাজ। সাধু পল তাই বলেন: *"কারণ বিশ্বাসের গুণে তোমরা সকলে এখন খ্রিস্ট যিশুর সঙ্গে মিলিত হয়ে পরমেশ্বরের সন্তান। ... দীক্ষাস্নানে খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হয়েছ--তোমাদের মধ্যে এখন ইহুদীও নেই, অনিহুদীও নেই ... (গালাতীয় ৩:২৬-২৮)।"*

**৬। রক্ত: মুক্তির চিহ্ন ও পাপমোচন**

***পুরাতন নিয়মে:*** মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তির রাতে ইহুদীদের দরজায় মেষের রক্ত লেপে দেওয়া হয়েছিল, কেননা ওই রাত্রিতে ঈশ্বর মিশরীয়দের আঘাত করেছিলেন; রক্তমাখা ইহুদীদের ঘরগুলো তা থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সেই ঘটনা স্মরণে ইহুদীরা প্রতি বছর বলি উৎসর্গ করে আসছে। কিন্তু সেই মেষের বা ষাড়ের রক্ত কখনো মানুষের পাপের ক্ষমা বা জীবনের 'পূর্ণতা' এনে দিতে পারে নি। হিব্রুদের কাছে পত্রে তাই বলা হয়েছে: *"কারণ ষাড় বা ছাগের রক্ত যে পাপ দূর করে দেবে, তা কখনো হতেই পারে না (হিব্রু ১০:৪)।"* **নতুন নিয়মে:** খ্রিস্টযিশু হলেন প্রকৃত ও নিষ্কলংক মেষ, যাব ক্রুশীয় বলির পুণ্য রক্তে আমরা পাপ-কালিমা থেকে ধৌত হয়ে মুক্তি লাভ করি। তাই হিব্রুদের কাছে পত্রে বলা হয়েছে: *"এই ভাবে তিনি প্রথম বলিদান-রীতি বাতিল করে দিয়ে দ্বিতীয় রীতির প্রবর্তন করেছেন। এবং যিশুখ্রিস্টের দেহ সেই একবার চিরকালের মত উৎসর্গ হওয়ার ফলে আমরা পবিত্র হয়ে উঠেছি (হিব্রু ১০:৯-১০)।"* দীক্ষাগুরু যোহন যিশু সম্বন্ধে লোকদের বলেছিলেন: *"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি বিশ্ব পাপহারী (যোহন ১:২৯)।"*

**৭। ক্ষমা: সীমাবদ্ধ ও সীমাহীন**

**পুরাতন নিয়মে:** পুরাতন নিয়মে ক্ষমার পরিসর ছিল সীমাবদ্ধ- তা কখনো সীমাহীন ছিল না। এমন কি, পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরের ধারণা ছিল সীমার মাঝে। তাই ঈশ্বরকে সেখানে প্রতিশোধ নিতে ও পাপের জন্যে মানুষকে শাস্তি দিতে দেখা যায়। ***নতুন নিয়মে:*** যিশু দেখিয়েছেন যে, পাপী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ক্ষমা সীমাহীন। তাই আমরা যেন সেই মহান ঈশ্বরের প্রকৃত "প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য" *(আদি ১:২৬)* হয়ে উঠি। তাই তিনি পিতরের কথার উত্তরে বলেছিলেন আমাদের প্রতি অপরাধকারী ভাই-বোনদের সত্তর গুণ সাত বার, তথা, অগণিতবার ক্ষমা করতে (মথি ১৮:২১-৩৫)।

**৮। মান্না: পার্থিব খাদ্য ও স্বর্গীয় খাদ্য**

***পুরাতন নিয়মে*** মান্না ক্ষণস্থায়ী জীবনদায়ী খাদ্য। ঈশ্বরের মনোনীত জাতি চল্লিশ বছর ব্যাপি দীর্ঘ মরু-যাত্রাকালে দারুণ অভাবের সময় মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিল, যা আকাশ থেকে আশ্চর্য ভাবে মরুর বুকে নেমে এসেছিল। এই খাদ্য খেয়ে তারা তাদের জীবন বাঁচিয়েছিল

*(যাত্রাপুস্তক ১৬:১৩-৩৫)*। তাই ইহুদী জাতির লোকেরা অনেক গর্ব করতো যে, অতীতে তাদের জাতির লোকেরা মিশরের মরুভূমিতে যাত্রাকালে স্বর্গীয় খাদ্য খেয়েছিলেন- যা ছিল তাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ ভালবাসার চিহ্ন। কিন্তু, বাস্তবে এই রুটি তাদের জীবন বাঁচিয়েছিল ক্ষণকালেন জন্য। কেননা, তাদের *"পিতৃপুরুষেরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন বটে, তবুও তাঁরা তো মারা গেছেন (যোহন ৬:৪৯)।"*

***নতুন নিয়মে:*** মান্না হলো চির জীবনদায়ী স্বর্গীয় খাদ্য, যে খাদ্য খেলে মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকবে। স্বয়ং যিশুই হলেন সেই প্রকৃত মান্না বা চির জীবনদায়ী স্বর্গীয় খাদ্য, যা স্বর্গ থেকে, স্বয়ং জীবনদাতা ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে এসেছে। তাই যিশু বলেন: *"আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। যে কেউ এই রুটি খায়, সে শাশ্বতকাল বেঁচে থাকবে (যোহন ৬:৫১,৫৮)।"*

যিশু এক নবযুগের সূচনাকারী- এক নতুন পৃথিবীর সৃজনকার- এক নতুন রাজ্যের প্রবর্তক, যে রাজ্যের কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই। তাঁর রাজ্য অপার প্রেম, পরম শান্তি, অশেষ দয়া, ক্ষমা, নিঃস্বার্থ মানব-সেবা দ্বারা গঠিত। যিশুর আগে ও পরে কোন প্রবক্তা বা মনীষীর কণ্ঠে যা শোনা যায় নি, যা একমাত্র যিশুই: *"আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন (যোহন ১৪:৬)।"* *"আমিই জগতের আলো যে কেউ আমার অনুসরণ করে, সে কখনো অন্ধকারে চলবে না; সে তো জীবনেরই আলো লাভ করবে (যোহন ৮:১২)।"* একমাত্র যিশুই অদৃশ্য মহান সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ প্রকাশ, যিনি বলেন: যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকে (ঈশ্বরকে) দেখেছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে যিশুখ্রিস্ট এই অমর জীবনবাণী ঘোষণা করতে এসেছেন: *"আমি এসেছি, যেন মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরি ভাবেই পায় (যোহন ১০:১০)।"*


**চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**
গ্রাম: চড়াখোলা, পো:অ: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর-১৭২০
স্থাপিত: ৩১-১০-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজিস্ট্রেশন নং: ১৩
রেজিস্ট্রেশন তারিখ: ২২-০৯-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, সংশোধিত
রেজিস্ট্রেশন. নং: ৩০, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

**১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি**
**(আর্থিক বছর ২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ)**

এতদ্বারা চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সন্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩ টায়, চড়াখোলা ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (আর্থিক বছর ২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ) আহ্বান করা হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সন্মানিত সকল সদস্য/ সদস্যাবৃন্দকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

**ধন্যবাদান্তে,**

**রিগ্যান মাইকেল পেরেরা**
সেক্রেটারী
চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

**কমল উইলিয়াম গমেজ**
চেয়ারম্যান
চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২৪/২৩


# চির বিদায়ের দুটি বছর

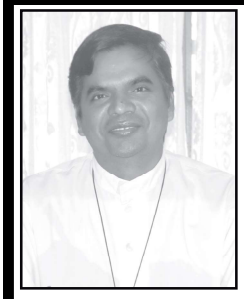



**প্রয়াত ব্রাদার লিটন জেরুম রোজারিও সিএসসি**
**জন্ম : ৬ মার্চ, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ**
**মৃত্যু : ২৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ**
**গ্রাম : দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ**

**ওগো মৃত্যু তুমি যদি হতে শূণ্যময়**
**মূহুর্তে নিখিল তবে হয়ে যেতো লয়।**

আমাদের অন্তরে সর্বদা তোমার ওই স্নেহময় প্রতিচ্ছবি বিরাজ করে। তোমার মধুর স্মৃতিময় কষ্ট কখরো ও ভুলার নয়। তোমার করে যাওয়া সফল ভালো কাজের মাধ্যমে আমরা তোমাকে স্মরণ করি। দুটি বছর পার হয়ে গেল তোমাকে ছাড়া। আমরা বিশ্বাস করি তুমি পিতার স্নেহাশ্রয়ে আছো। কারণ তোমার জীবন ঈশ্বরের কাছে সর্মপিত ছিল। তোমার শূণ্যতা আমরা ভীষনভাবে অনুভব করি যা বলার মতো নয়।
পিতার শান্তির রাজ্যে তিনি তোমাকে চির শান্তিদান করুন।

**শোকাহত পরিবারের পক্ষে**

**মা: মিলন রোজারিও, ভাইবোন, ভাইস্তা, ভাইঝি, ভাগিনীরা ও ভাগিনা।**

বিজ্ঞ/১৮/২৩


**ফ্ল্যাট বিক্রি! ফ্ল্যাট বিক্রি! ফ্ল্যাট বিক্রি!**

১০৬০ স্কয়ার ফিটের একটি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে-চতুর্থ তলা (4-C)
দুইটা বেড রুম, দুইটা টয়লেট, একটা বারান্দা, ডাইনিং ও সিটিং রুম এবং রান্নাঘর, একটি গাড়ি পাকিং।
(লিফটের সুব্যবস্থা আছে)

**যোগাযোগের ঠিকানা**

**৭০/১ মনিপুরীপাড়া (Western Garden) তেজগাঁও, ঢাকা।**
**যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি**
**01611-507068**

বিজ্ঞ/২০/২৩

# হারিয়ে যাওয়া হারিয়ে পাওয়া

**ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ**

আবার একটি বছর হারিয়ে গেল জীবন থেকে। এভাবেই করোনা ভাইরাসে প্রিয় বন্ধুকে হারিয়েছি। হারিয়েছি নিজের শৈশব। দুরন্তপনা কৈশোর। হারিয়ে ফেলিছে স্কুল জীবন। সেই হাল্কা নীল রঙের স্কুল শার্টটা। খুব বেশি প্রিয় সাদা-কালো ফুটবলটা আর হলুদ রঙের তালি দেওয়া ক্রিকেট ব্যাটটা। একসময় এই একটি ব্যাট দিয়েই সারাবছর পাড়ার ছেলেরা ক্রিকেট খেলতাম। কতবার এই ব্যাটকে ঘিরে তর্কবিতর্ক উঠেছে। এরপর শেষমেষ ক্রিকেট ব্যাটটা নিয়ে বাজি খেললাম। যারা জিতবে আজ থেকে হলুদ ব্যাট তাদের। একবাক্যে আমরা রাজি হয়ে গেলাম। খেলায় জিতেও গেলাম। এবার ব্যাটটা আমাদের পাড়ার হয়ে গেল। তাই নিয়ে কত আনন্দ আর গর্ব করেছি। এখন কোথায় হারিয়ে গেছে। সে খবর নেওয়া হয়নি একটিবার। একবার মামা বাড়ি গিয়ে শুনলাম তাদের পোষা টিয়া পাখিটা হারিয়ে গেছে। বড়বোনের বিয়ের সময় পিসাতো বোনের কানের দুল হারিয়ে গেল। স্কুল জীবনে জাপানি কালো বেল্টের ঘড়িটা হারিয়ে গেল। এভাবেই হারিয়ে গেছে এমন এমন অনেক কিছু যা কখনোই আর ফিরে পাবো না। ফিরে আসবেও না। তাই মাঝে মাঝে বাংলাদেশের ব্যান্ডসঙ্গীতের পপসম্রাট আজম খানের গানটা মনে পড়ে, 'হারিয়ে গেছে খুঁজে পাবো না।'

না হারালে জীবন বোঝা যায় না। পাওয়াতে সুখ আছে; অভিজ্ঞতা নেই। হারানোর অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জীবনে অনেককিছু শেখার থাকে। তাই বলে হারানো সুখের নয়। কিংবা হারানো প্রত্যাশিতও নয়। জীবন এমন এক নদীর নাম, যার স্রোত সব বেদনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তুমুল টানে। তবে হারানোর শোকের ক্ষত শুকায় না। জীবনভর তা যন্ত্রণা দিয়ে যায়। সময়ে অসময়ে। জীবনতো অনেকটা পাওয়া-হারানোরই পথরেখা। একের পর এক বস্তু, বিষয়, মানুষের প্রিয় হয়ে ওঠার ভেতর দিয়ে আমাদের জীবন পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হতে থাকে আনন্দ অনুভূতিতে। প্রিয় মুখ, প্রিয় স্কুলব্যাগ কিংবা প্রিয় কোনো খেলার বয়স। আবার সেই প্রিয় কিছু হারানোর অনুভূতি কখনো কখনো জীবনে অনন্য তাৎপর্য নিয়ে আসে। হারানোর সেইসব বিচিত্র আবেগ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মধ্যদিয়েই অতিবাহিত হয় মানবজীবন। বৈচিত্রহীন ও যান্ত্রিক এই জীবন মাঝে মাঝে বড়ই বেদনাবিধুর হতে পারে। কেননা প্রতিদিন আমাদের জীবন থেকে কতকিছুই না হারিয়ে যাচ্ছে কালের অতল গহ্বরে। যা সবাই জানে আবার যেন জানে না। মানুষের জীবনের একেকটি সময়কে মনে হয় একেকটি অধ্যায়। সেই অধ্যায়ে রয়ে যায় কতই না স্মৃতি। যে স্মৃতি ভোলার নয়। স্মৃতির ভেলায় চড়লে অতল জলে ডুবে যাওয়ার সম্ভবনাও থাকে। এই স্মৃতি যেন ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসের পাতা। যে পাতা আবির মেখে রঙ ছড়ায়। যেন বিবর্ণ হতে দেবে না মনের মণিকোঠায়। সেই মণিকোঠায় দৃষ্টি রাখলে মানুষ ফিরে পেতে চায় সেই দিনগুলো যা হারিয়ে ফেলেছে। হারানো সেই দিনগুলোর অনেক অংশই জড়ো হয়ে থাকে হৃদয়ের সেই সুপ্ত জায়গাটিতে। বহমান জীবনের ধারায় তা পাখা মেলে ধরে। উড়তে চায়।

ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়ে বিশ টাকা হারিয়ে ফেলে বোকা বনে গিয়েছিলাম। তখনকার সময়ে বিশ টাকা মানে! সেই কথা আজও আমি একা একা ভেবে হিসাব মেলাতে পারি না। মানুষের জীবনে টাকা অতি মূল্যবান সম্পদ। একেক বয়সে সেই মূল্যবান সম্পদ একেক ধরনের। স্কুল জীবনে আমাদের হাতে টাকা মানে অন্যরকম প্রাপ্তি। যেটা বললেও বোঝা যাবে না। আবার যেটা উপলব্ধি করেছি; সেটা বোঝাতে পারছি না। কোনো একটা কারণে বিশ টাকার নোট আমার খুব পছন্দের ছিল। তাই জমানো খুচরো টাকা একত্রে বিশ টাকার নোটে পরিণত করেছিলাম। বিশ টাকার নোটটা নিয়ে সেকি আনন্দ। সেকি উত্তেজনা। তার সঙ্গে বিশাল টেনশন। বিশ টাকার নোটটা কোথায় রাখব? কখনও বইয়ের ভেতরে রাখি। কখনও পড়ার টেবিরের ড্রয়ারে রাখি। দিনে তিন-চারবার খুলে দেখি, ঠিক আছে কি-না। সেই বিশ টাকা বালিশের নীচে রেখে কত ঘুমিয়েছি। পরে একসময় যখন যে প্যান্ট পরতাম তখন সেই প্যান্টের পকেটে বিশ টাকার নোটটা রাখতাম। একবার তো প্যান্টের সাথে টাকাটাও সাবান পানিতে ধোয়া হয়ে গেল। রোদে দেওয়ার পরে মনে পড়লো আরে প্যান্টের পকেটে আমার টাকা! বের করতে ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ ভুল যখন হ'ল তখন আর ভুল শোধরানো গেল না। এত শখের বিশ টাকার নোটটা হারিয়েই গেল। এখন অসংখ্য বিশ টাকা হাতে আসে; হাত থেকে চলে যায়। সেই বিশ টাকার অনুভূতি পাই না। এই বিশ টাকাগুলো তেমন লাগে না। সেই বিশ টাকার মতো লাগে না। আপন লাগে না। নিজের লাগে না। তাই হারানোর শোক আমি এখনো অনুভব করি।

আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আমরা স্বাধীন দেশে মুক্ত পতাকা পেয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্ব। এই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন দেশের কৃষক, যুবা, নারী, শিশুরা। ২৫ মার্চের কালো রাত্রির পরে দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এরপর মানুষ দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। দেশমাতৃকাকে শত্রু মুক্ত করতে হবে। স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তেমনই ভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিল মহসিন নামের একজন তরুণ। সে স্বপ্ন দেখে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করবে। বিজয় পতাকা হাতে ঘরে ফিরবে। কিন্তু অবুঝ মায়ের মন তাতে সায় দেয় না। মায়ের একান্ত প্রচেষ্টা যেভাবেই হোক ছেলেকে ঘরে আটকে রাখতে হবে। তাই পাশের বাড়ির বুলবুলির সাথে তরিঘরি করে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। দেশের এই পরিস্থিতির কারণে মহসিন প্রথমে অমত করলেও পরে রাজি হয়ে যায়। কেননা সে বুলবুলিকে ভালোবাসে। তাদের মধ্যে অনেকদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক চলছে। তাই ভালোবাসার মানুষের মুখের দিকে চেয়ে সে সবকিছু মেনে নেয়। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় তাদের গ্রামে পাক-হানাদার বাহিনী আক্রোমণ করে। নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচার চালায়। অনেক বাড়িঘর আগুন ধরিয়ে দেয়। পুড়ে যায় শত শত বসত বাড়ি। সেই আগুনের লেলিহান শিখা মহসিনের বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে দেয়। এবার কিছুতেই তাকে সামালে রাখা যায় না। সে যুদ্ধে যাবেই। তার মা আর সদ্য বিবাহিত নতুন বউ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। তারা এখন কি করবে! সে কিছুতেই ঘরে থাকবে না। এভাবে মার খেয়ে তিলেতিলে মরে যাওয়ার চেয়ে শহীদ হওয়া অনেক ভাল। তাই রাত্রের অন্ধকারে সে বাড়ি থেকে পালায়। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। এরপর থেকে মা আর বউ মহসিনের ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকে। এভাবেই অসংখ্য শহীদের মা চেয়ে থেকেছেন সন্তানের পথপানে 'সেই রেল লাইনের ধারে মেঠো পথটার পাড়ে দাঁড়িয়ে, এক মধ্যবয়সী নারী এখনো রয়েছে হাত বাড়িয়ে, খোকা ফিরবে ঘরে ফিরবে কবে ফিরবে, নাকি ফিরবে না।' যারা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। এমনই করে হাজার মায়ের বুক খালি করে অর্জিত হয়েছে দেশের স্বাধীনতা। আমরা হারিয়েছি আমাদের সোনার ছেলেদের। আমরা তোমাদের ভুলবো না।

জীবনের আনন্দ-বেদনার বিচিত্র কথকতায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত পাওয়া না-পাওয়ার হিসাবনিকাশে ভরা। দিন যাপনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে যে অভিজ্ঞতা, তার ভেতরে প্রতিনিয়ত জমা হয় গভীর থেকে গভীরতর অনুভূতিমালা। জীবনের বিভিন্ন পর্বে, নানা মাত্রায়, নানা আঙ্গিকে হৃদয়ের সেইসব নিভৃত স্পন্দন নিয়ে হাজির হয় স্মৃতিবিস্মৃতি। প্রিয়-অপ্রিয় দিন, স্মরণীয় ঘটনা, জীবন সংগ্রাম, সফলতা, প্রেম-বিরহ, স্বজনের স্মৃতি, উৎসব-আয়োজনসহ বিচিত্র কলরবে যেন ভরে ওঠে গোটা মানব জীবন। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যক্তিজীবন কত কথাভরা এ রচনা ব্যক্তিজীবন ছাড়িয়ে কখনও হয়ে ওঠে আবহমান ইতিহাসের অনন্য দলিল। পুরোনো দিনের মলাট খুলে, ডায়েরির পাতায় নামা সেইসব আনত দিনরাত্রির কত কথা প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকবার অনন্য স্বাক্ষর। তাই মানব জীবন হারিয়ে যাওয়ার যোগফল। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা নিজেদের অল্প অল্প করে হারাচ্ছি। সেই হারানো মধ্যে রয়েছে ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, ক্ষোভ, আফসোস, শোক আরও কত কী! কত কত দামী কিংবা মূল্যবান কিছু। তেমনি বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের মূল্যবোধ, আত্মসম্মানবোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ, মনুষ্যত্ববোধ। যা খুবই ভয়ঙ্কর। এসব অবক্ষয়ের অশনী ইঙ্গিত দেয়।

আমরা প্রতিমুহূর্তে কিছু না কিছু হারাচ্ছি। সেটা পরিমাণে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যাই হোক না কেন? পৃথিবীর ইতিহাসে কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে কত সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত সভ্যতা। কত প্রচীনতম শহর। আজ যাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে আমাদের প্রিয়জন। হারিয়ে গেছে শৈশব। হারিয়ে যাওয়া খেলা; খেলার সাথীরা। তাই বলা যায়, ব্যক্তি থেকে বিশ্ব হারাচ্ছি প্রতিনিয়ত। আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে যাচ্ছি। আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছি। ভুলে যাচ্ছি আমি মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব। নিজেদের দায়িত্বকে অবহেলা করছি। আমাদের নীতি-নৈতিকতাবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন আমাদের চেতনা লোপ পাচ্ছে। এভাবে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় আমাদের কুঁড়েকুঁড়ে গ্রাস করছে। আমাদের ভালো ভালো রীতিনীতি চর্চার অভাবে বিলীন হচ্ছে। অভ্যাসে মরিচা ধরেছে বিবেকের কাঠগড়ায়। এভাবে শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেরাই কোনদিন যেন হারিয়ে যাই। তাই হারানো বা পরিবর্তন জগতের ধারা কিন্তু কিছু বিষয় যা জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। তা হারানো কি আমাদের মানাচ্ছে! যা জীবনকে সমৃদ্ধ করে আমাদের প্রেরণা দেয় সে বিষয়ে আমরা যত্নবান হই না কেন! অর্থাৎ সময় এসেছে সচেতন হওয়ার। যা ভালো তাকে আঁকড়ে ধরার। কেননা সেটা জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। তাই হারানোর শোক আছে। ব্যথা আছে। কষ্ট আছে। কিছু কিছু বিষয় আছে একবার হারিয়ে গেলে আর ফেরত পাওয়া যায় না। জীবনে যা আমরা হারিয়েছি তার পরিবর্তে কিছু তো অবশ্যই পেয়েছি। আবার জীবনে আমরা যা পেয়েছি তার জন্য অনেক কিছু হারিয়েছি। তাই পবিত্র গীতার সারাংশে বলা হয়েছে, "যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে, যা হচ্ছে তা ভালই হচ্ছে। যা হবে তাও ভালই হবে। তোমার কি হারিয়েছে- যে তুমি কাঁদছো? তুমি কি নিয়ে এসেছিলে- যা হারিয়েছ? তুমি কি সৃষ্টি করেছ- যা নষ্ট হয়ে গেছে? তুমি যা নিয়েছ, এখান থেকেই নিয়েছ। যা দিয়েছ, এখানেই দিয়েছ। তোমার আজ যা আছে, কাল তা অন্য কারো ছিল। পরশু সেটা অন্য কারো হয়ে যাবে পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম।" পৃথিবীতে সবকিছুরই ব্যাকরণ আছে। হারিয়ে যাওয়ার নেই। যখন তখন যে কোনো সূত্র না মেনেই হারিয়ে যেতে পারে যে কেউ। যে কোনো কিছু। তাই হারিয়ে গেলে খুঁজতে নেই। কেননা মানব জীবনে আমরা, 'হারিয়ে হারিয়ে শূন্য হই; আবার হারাতে হারাতে পূর্ণ হই'॥


# হাসনাবাদ খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

গ্রাম ও পোঃ হাসনাবাদ, উপজেলাঃ নবাবগঞ্জ, ঢাকাঃ ১৩২১

রেজি নং- ২৩২, সংশোধিত- ৩১, মোবাইল নং- ০১৭৭১৬২৭৬৬৬, E-mail- hcccul@gmail.com

## চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা হাসনাবাদ খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ- এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। যোগ্য প্রার্থীদের নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদন করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

| ক্রঃ নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অনান্য | বেতন |
|---|---|---|---|---|
| ১। | প্রজেক্ট ম্যানেজার | ১টি | ১। প্রার্থীকে অবশ্যই কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বানিজ্য শাখায় স্নাতক এবং স্নাতকউত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে।<br>২। মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রামে পারদর্শী হতে হবে।<br>৩। প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনায় কম পক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>** অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। | আলোচনা সাপেক্ষে |
| ২। | সহকারী প্রজেক্ট ম্যানেজার | ১টি | ১। প্রার্থীকে অবশ্যই কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বানিজ্য শাখায় স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে।<br>২। মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রামে পারদর্শী হতে হবে।<br>৩। প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনায় কম পক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>** অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। | আলোচনা সাপেক্ষে |

**আবেদন করার প্রক্রিয়াঃ**

প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্ত, এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সকল সনদের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি এবং আবেদন পত্রসহ আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ-এর মধ্যে সমিতির অফিসে জমা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদন পত্রে অবশ্যই আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

**ধন্যবাদান্তে,**

লিওনার্ড বার্নাড গমেজ
ম্যানেজার/সি.ই.ও
হাসনাবাদ খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২১/২৩

# অপরাজেয়

## হিমেল রোজারিও

প্রাইভেট কারের কালো গ্লাসের দরজা খুলতেই রমিজকে পেলাম। বন্ধু রমিজের সাথে বছর খানেক পরে দেখা। গাড়ি থেকে নেমেই আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার মনে হলো অতি আপনজন এই আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। বুকের মধ্য থেকে স্বাভাবিক ভাবেই একটি দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে আসল। অনেক আপনজনই পর হয়ে গেছে কিন্তু এই মানুষটি এখনো পর হতে পারে নাই। কারণ সে আমার বাল্যবন্ধু। আমরা গ্রামে একসাথে হেসেছি-খেলেছি-বড় হয়েছি। আমাদের মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবধান বিদ্যমান কিন্তু সম্পর্কের দিক থেকে কোনো দিনই কেউ কাউকে ছোট করে দেখার অবকাশ হয়নি। বন্ধু আলিঙ্গন শেষ করে জিজ্ঞাসা করে পরিবারের সবাই কেমন আছে? আমি প্রতি উত্তর করলাম, সবাই ভালই আছে। বিদেশি দূতাবাসের কাজ শেষ করে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম বাসার দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে গেলো শৈশব-কৈশোর, বাল্য বন্ধু রমিজ এবং আমি একই অজ-পাড়া গায়ে বেড়ে উঠেছি। দেশ স্বাধীনের অর্ধ শত বছর পেরিয়ে যাবার পরেও মনে হয় সেখানকার মানুষের মন-মানসিকতা আজও একই রয়ে গেছে। সেই গ্রামের বাইরে যারা গিয়েছে জীবিকা অথবা বিদ্যা অর্জনের জন্য তারাই আজ জীবনের মোড় নিয়ে এখন কেউ কেউ অনেক ভালো অবস্থানে আছে আবার কেউ কেউ মধ্যম অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছে।

রমিজের শৈশব-কৈশোরের সংগ্রামের কথা মনে হলে আজও ভিতরটা বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আমাদের গ্রাম থেকে দুই কিলোমিটার দূরে একটি বিলে ধান কুড়াতে গিয়েছিল। সে অনেকগুলো ধান কুঁড়িয়েছিলো। প্রায় বস্তা খানেক। তখন জমির মালিক মোস্তফা এসে তাকে জেরা করতে শুরু করল। তখন রমিজ বলল, 'আল্লার কীরা আমি জমি থেকে কোন ধান ছিড়িনি'। আমি বিভিন্ন জমি থেকে ধানগুলো কুড়িয়ে পেয়েছি। কিন্তু মোস্তফা কোনো মতেই বিশ্বাস করেনি। নাছোড়বান্দা হয়ে সেই সাত বছরের ছেলেকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সকাল এগারটা থেকে সন্ধ্যা অব্দি দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। বেলা তখন ডুবু ডুবু তখন সেই গ্রামে একজন বয়স্ক লোক এই রমিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। পরিচয় জানার পরে জামির মোস্তফাকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, বাচ্চা ছেলে ছেড়ে দেন। অপরদিকে রমিজের বাড়ির মানুষ তাকে খুঁজে পায় না। চারিদিকে আলো-আঁধারের খেলা শুরু হয়ে গেছে। ছেড়ে দেবার পরে পথ-ঘাট চিনতে অনেক কষ্ট হচ্ছে রমিজের। বাড়ি কোন দিকে তা নিশানা করতে পারছে না। রাস্তায় বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে সেদিনের মতো বাড়ি পৌঁছায়। বাড়ি পৌঁছানো মাত্রই রমিজের মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হাউ-মাউ করে কেঁদে বুকে জড়িয়ে ধরে। সারা দিন না খেয়েছিল বাপ-ধন আমার।

বেশ কিছু দিন পর উপজেলায় রিলিফ দিচ্ছে। সকালে একটা রুটি খেয়ে একটা বস্তা নিয়ে দশ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে দুপুর নাগাদ উপজেলায় হাজির হয় রমিজ। দীর্ঘ লাইন। ছোট মানুষ তাই গায়ের জোরে কারো আগে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে পারছে না। সন্ধ্যার মাগরীবের আযান পড়া পর্যন্ত লাইনের অর্ধেকে গিয়ে পৌঁছেছে। অপরদিকে ঘোষণা হলো আজ আর রিলিফ দেওয়া হবে না। অবশেষে শূন্য হাতেই এলাকার মানুষের সাথে পা চালিয়েছে বাড়ির দিকে।'অভাগা যেদিকে যায় সাগরও শুকিয়ে যায়।'

রমিজের পরনের কাপড় বলতে একটি হাফ পেন্ট, একটি লুঙ্গি এবং একটি ছেড়া শার্ট। কেজি থেকে ক্লাস ওয়ানে উঠেছে। মাঝে মাঝে স্কুলে যাওয়া হয় কোন বাড়িতে কাজ থাকলে কাজে যায়। সাত ভাই-বোনের মধ্যে রমিজের অবস্থান ছয়। বাবা দিনমজুর। এভাবেই চলছে দিন। কখনো কখনো দিনে একবার খাওয়া জোটে আবার কখনো মুড়ি ও পানি খেয়েই দিন পার করে দিতে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ। বৈশাখ মাসের শুরুতে ধানের শীষে পাক ধরেছে। গ্রামের লোকেরা দূর এলাকায় যায় (বিশকা) ধান কাটতে। এক বিঘা জমির ধান কেটে আটি বেধে মাড়াই করার পরে মণ প্রতি ৪ কেজি ধান পাওয়া যায়। গ্রামের যুবক-মধ্যবয়সীদের সাথে রমিজ সবার ছোট। পাশের বাড়ি থেকে ধান কাটার কাচি এনেছে। সঙ্গে নিয়েছে একটি বস্তা, একটা জামা-লুঙ্গি আর একটা গামছা। সকালে পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন সকলেই। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। পথিমধ্যে পুটলিতে বাধা মুড়ি এবং পানি ছাড়া আর কিছুই ভাগ্যে জুটেনি। ১৮ জনের মধ্যে বিভিন্ন বাড়ির প্রয়োজন অনুসারে লোক বাছাই করে নিয়েছে জমির মালিকগণ। রমিজসহ তিন জনের আশ্রয় মিলেছে একবাড়িতে। রাতের বেলা এক মুঠো ভাত জুটেছিল। কিন্তু থাকার জায়গা হয়েছিল উঠানে ধানের খড়ের উপরে। প্রায় ২২দিন ধান কেটেছে বেশ কয়েক বাড়িতে। ভাগ করে বেশ কয়েক মন ধান পেলো রমিজ। সেগুলো পাশের বাজারে বিক্রি করে টাকা নিয়ে বাড়িতে আসে সেই ধান কাটার দল। বেশ কিছু দিন গ্রাম উৎসবে মেতে উঠেছিল। কম-বেশি সবার ঘরেই ভালো খাবার তৈরি হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা দু-বেলা পেট ভরে খেতে পাওয়ায় সবার মন ভালো। কেউ কেউ বাচ্চাদের নতুন জামা কিনে দিয়েছে। বউরা তাদের স্বামীকে অনেক দিন পরে কাছে পেয়েছে।

ইতোমধ্যে রমিজ লক্ষ্য করেছে প্রতি মাসে পাশের গ্রামের এত খ্রিস্টান ভদ্রলোক ঢাকা থেকে বাড়িতে আসে। বাজার থেকে রিক্সায় করে তাদের বাড়ির কাছের রাস্তা দিয়ে যায়। সেই খ্রিস্টান বাড়িতে অনেক লোকের আনাগোনা হতো। মাঝে মাঝে রমিজ সেই বাড়িতে যেতো কাজ করার জন্য। সেখানে কাজ করলে মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়া যায়। ঢাকার বিস্কুট খাওয়া যায়। যে ব্যক্তি ঢাকা থেকে বাড়িতে আসতো তাকে রমিজ দুলাভাই বলে ডাকতো। দুলাভাইয়ের ডাক নাম প্রদীপ। প্রদীপের পোশাক-পরিচ্ছদ রমিজের মন কেড়ে নিতো। আর ভাবতে থাকে আমি ঢাকা গেলে আমিও সুন্দর পোশাক পড়তে পারবো। মনে মনে রমিজ প্রতিজ্ঞা করে সে ঢাকা যাবেই। যেভাবেই হোক। পরের মাসে যখন প্রদীপের বাড়িতে আসে তখন রমিজ বলে দাদা আমি ঢাকা যেতে চাই। প্রদীপ জিজ্ঞাসা করে তুই ঢাকা গিয়ে কি কাজ করবি? রমিজ প্রতি উত্তরে বলে যে কোন কাজ করতে রাজি আছি আমি। তখন প্রদীপ তাকে বলে, টাকা জমাতে শুরু কর। রমিজ টাকা জমাতে শুরু করে। মানুষের বাড়িতে দিন মজুরের কাজ করে পঞ্চাশ টাকা জমায় রমিজ। পরের মাসে প্রদীপ যখন বাড়িতে আসে তখন রমিজ বলে, আমি পঞ্চাশ টাকা জমিয়েছি। তখন প্রদীপ বলে, পঞ্চাশ টাকায় ঢাকা যাওয়া হবে না। কমপক্ষে দেড়শ টাকা জমাতে হবে। তার পরে ঢাকা যেতে পারবি। তারপর রমিজ ঢাকায় যাবার ঠিকানা প্রাণপণ চেষ্টা করে মুখস্থ করে।

অবশেষ ঢাকা যাবার সেই শুভক্ষণে রমিজের মা খুব কান্নাকাটি করছে। আশেপাশের অনেক মানুষ জমায়েত হয়েছে। এই এলাকার কোনো মুসলমান মানুষ আগে কখনো ঢাকায় জীবিকার সন্ধানে যায়নি। অবশেষে সকলের কাছ থেকে রমিজ বিদায় নিলেন। পড়নে ধার করা একটি শার্ট ও নিজের একটি ছেঁড়া শার্ট পলিথিনে জড়ানো। পকেটের সম্বল একশত পয়ষট্টি টাকা নিয়ে নগরবাড়ি ঘাটের দিকে রওনা হলেন।

ফেরি পার হওয়ার পরে গাবতলীতে নামতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ঘুমিয়ে থাকার কারণে রমিজের যাত্রা বিরতি হয় গুলিস্থান। বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতায় অবশেষে গুলশান এক নম্বরে প্রদীপের মেসে হাজির হয়। প্রদীপ ভীষণ অবাক হয় রমিজকে দেখে। স্নান করে রাতের খাওয়ার পরে রমিজকে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দেয়।

ঠিক চারদিন পরে প্রদীপের পূর্ব পরিচিত বন্ধুর সাথে আলাপ করে রমিজের জন্য ঢাকার কাকরাইলের এক রেস্টুরেন্টে ডিস ওয়াশ এর কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। প্রতিদিন ভোর পাঁচ টায় ঘুম থেকে উঠে চলে যায় রেস্টুরেন্টে আবার ফিরে আসে রাত ১১টায়। যে ছেলে বাড়িতে ভাত খাওয়ার পরে নিজের প্লেট কখনো পরিষ্কার করেনি, সে ছেলে এখন প্রতিদিন পাঁচ-ছয়শ প্লেট পরিষ্কার করে। ধীরে ধীরে রমিজের পদোন্নতি শুরু হয়। সেই সাথে স্বপ্নও বাড়তে থাকে। এরই মধ্যে চারটি রেস্টুরেন্টে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন রমিজ আর প্লেট পরিষ্কার করে না। স্বপ্ন ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করছে। সেই প্রদীপের মতো সুন্দর প্যান্ট-শার্ট পরিধান করে।

রমিজের মনে নতুন এক স্বপ্ন বাসা বাঁধে, সে ড্রাইভার হবে। ড্রাইভার হলে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ মানুষের সংস্পর্শে যাওয়া যায়। বিদেশিদের কাছে যাওয়া যায়। সংসদে প্রবেশ করা যায়। তাই সাপ্তাহিক ছুটির দিনে গাড়ি চালানোর তালিম নিতে থাকে। এর পরে হঠাৎ করে একদিন রেস্টুরেন্টর চাকরি ইস্তফা দিয়ে ধরলেন গাড়ির ষ্টিয়ারিং। আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে এক টুকরা জমিও কিনে নিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে বিয়ে করে নিলেন। পিতা-মাতা দু'জনেই গত হয়েছেন। ক্রয়কৃত জমির উপর নিজের বসতি স্থাপন করে নিলেন। শ্বশুর-শাশুড়ির কোনো ছেলে না থাকার কারণে নিজের বাড়িতেই রাখলেন। ঘর আলো করে দুটি ছেলে হলো। এলাকার মিশনারী স্কুল থেকে দুই ছেলে মাধ্যমিক পাশ করেছে। বড় ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে অনেক যুবক চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখেছে রমিজ। তাই পরিবার নিয়ে এখন রাজশাহীতে অবস্থান করছেন। বড় ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির জন্য প্রস্তুত করছেন। রমিজ বিদেশি দূতাবাসে ড্রাইভার হিসেবে যোগ দেয়। এখন সেখানকার সকল ড্রাইভারদের প্রধান হিসেবে কাজ করছে। অপরাজেয় রমিজ স্বপ্নের কাছে কখনোই হার মানেনি। মানুষ যে তার স্বপ্নের চেয়ে বড় তা অপরাজেয় রমিজের দিকে না তাকালে কখনোই বোঝা যায় না॥

**নিয়মিত কলাম**

## সেদিনের গল্পকথা

**হিউবার্ট অরুন রোজারিও**

# বাংলাদেশ সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিশ্বখ্যাত সাময়িকী নিউজউইক দুই পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে লিখেছে যে, যে সব দেশের অর্থনীতি সবচেয়ে শক্তিশালী ও টেকসই হবে তার একটি বাংলাদেশ। তাতে বলা হয়েছে ২০১০ থেকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ৬.৮ শতাংশ। আইএমএফ আভাস দিয়েছে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশে পৌঁছাবে।

সাময়িকী নিউজ উইকের প্রতিবেদনের নাম "বাংলাদেশ: একটি নবীন রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত যাত্রা।" সেখানে বলা হয়েছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে বাংলাদেশ। বর্তমান এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর একটি। দেশে অর্থনীতির প্রধান খাতগুলোতে ধারাবাহিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে আছেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির দ্রুত উন্নতি হয়েছে। দেশ এখন সত্যিকার অর্থে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যাগত সুবিধার পাশাপাশি শক্তিশালী শিল্পখাতের বড় ভূমিকা রয়েছে। যেমন ট্রান্সকম গ্রুপ, কনকর্ড গ্রুপ, ইউনাইটেড গ্রুপ, হোসাফ গ্রুপ, মাল্টিমোড গ্রুপ, এনজয় গ্রুপ, কনফিডেন্স গ্রুপ গুলোর কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ট্রান্সকমের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সদ্যপ্রয়াত লতিফুর রহমান "অসলো বিজনেস ফর পিস অ্যাওয়ার্ড" পান। ব্যবসা বাণিজ্যের নোবেল পুরস্কার হিসাবে খ্যাত এই অ্যয়ার্ড ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি নৈতিকতা, সুনাম ও সততার স্বীকৃতি হিসাবে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ঔষধ কারখানা গুলো আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করে ঔষুধ তৈরি করছে এবং সারা বিশ্বে বাজারজাত করছে। বাংলাদেশের তৈরি ঔষধগুলো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো থেকে অনুমোদন পেয়েছে।

বাংলাদেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঔষধ কোম্পানিগুলোর ভূমিকা রয়েছে। ট্রান্সকম গ্রুপে ২০ হাজার মানুষ কাজ করছে। মানব সম্পদ ডিজিটালের দিকে নিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো, প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে। শ্রমিকদের দক্ষতা ও মেধা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান সম্পন্ন লোকবলের উপর জোর দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের দিকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

গবেষকগণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, টেকসই উন্নয়ন, সুনির্দিষ্ট করতে হলে, সমবায় চেতনা শক্তিকে উজ্জীবিত করতে হবে। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্রবিমোচন, শিশু ও নারী গোষ্ঠীর উন্নয়ন, সে ক্ষেত্রে লক্ষ্যঅর্জনে বাংলাদেশ সফল হয়েছে। এখন দারিদ্রপীড়িত মানুষের মান উন্নয়ন, মানবাধিকার রক্ষা ও গণতন্ত্রের ভীত সুদৃঢ় করতে পারলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, এখন দেশবাসীকে উন্নয়ন কার্যে সম্পৃক্ত করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে॥

কৃতজ্ঞতাস্বীকার: *প্রথম আলো*


## *সাহিত্য চর্চা করি, আলোকিত সমাজ গড়ি*

## একুশে বই মেলা উপলক্ষে কবিতা সংকলনের জন্য কবিতা আহ্বান

**সুপ্রিয় কবিগণ,**

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম আসন্ন বই মেলাকে উপলক্ষে করে খ্রিস্টান কবিদের কবিতা নিয়ে একটি সম্মিলিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রথিতযশা কবিদের পাশাপাশি অন্যান্য কবিদের কবিতাও স্থান পাবে। তাই আর দেরি না করে, অতি দ্রুত আপনার অপ্রকাশিত পাঁচটি কবিতা পাঠিয়ে দিন এই ইমেইল ঠিকানায় vkcorraya@gmail.com।

**শর্ত ও নিয়মাবলী:**

১। বিজ্ঞ সম্পাদক মন্ডলী কর্তৃক বাছাই হওয়ার পর মনোনীত কবিতাই কেবল বইয়ে স্থান পাবে।

২। প্রত্যেক কবির তিনটি কবিতা এবং পঞ্চাশ শব্দের মধ্যে ছবিসহ কবির পরিচিতি প্রকাশ করা হবে। প্রত্যেক কবির জন্য তিন পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকবে। তাই কমপক্ষে পাঁচটি অপ্রকাশিত কবিতা প্রেরণ করতে হবে।

৩। প্রত্যেক কবিকে বই মুদ্রণে সহযোগিতার নিমিত্তে ১,০২০ (এক হাজার বিশ) টাকা বিকাশের মাধ্যমে প্রদান করে অগ্রিম ৫(পাঁচ) টি বই ক্রয় করতে হবে। বিকাশ নম্বর: ০১৮১৯ ৪৬ ১৫ ০৩। তবে কোনো কবির কবিতা মনোনীত না হলে তার টাকা ফেরত দেয়া হবে।

৪। কবিতা প্রেরণ করুন: SutonnyMJ ফন্টে আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

৫। কারো কবিতা প্রকাশ করা বা না করার অধিকার বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম সংরক্ষণ করে। সম্মিলিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে সকল কবিদের অংশগ্রহণ একান্তভাবে কামনা করছি।

**ধন্যবাদান্তে,**

**সুমন কোড়াইয়া**
সেক্রেটারি
বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম
মোবাইল: ০১৬৮৬১৪৬০৯

**খোকন কোড়ায়া**
সভাপতি
বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম
মোবাইল: ০১৯১১৩৮৫৩১৯

বিজ্ঞ/২৫/২৩

# প্রথমবার হাতঘড়ি

**ফাদার আবেল বি রোজারিও**

বর্তমানে মোবাইল ফোন, টাচফোনের কারণে হাতঘড়ির ব্যবহার অনেকটা কমে গিয়েছে। তবুও এখনো অনেক মানুষ হাতঘড়ি ব্যবহার করে। আমি তেঁজগাও ধর্মপল্লীতে থাকাকালে একদিন ৩য় শ্রেণির এক মেয়ের হাতে ঘড়ি দেখে বললাম, আচ্ছা মা, তোর ঘড়িটা তো খুব সুন্দর। মেয়েটি উত্তর দিল- ফাদার বাসায় যে আর একটা ঘড়ি আছে, মামা দিয়েছে, ওটা আরও সুন্দর। আমি অবাক হলাম যে এই ছোট্ট মেয়ের এখনই একটা নয়, দুটা হাত ঘড়ি আছে।

আমি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে প্রবেশ করে ৬ বছর হলি ক্রস হাইস্কুলে লেখাপড়া করি। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে এসএসসি পরীক্ষা লিখলাম। এসএসসি পাশ করে আমি গেলাম রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে এবং ভর্তি হলাম নটরডেম কলেজে। রমনা সেমিনারীতে আমরা ছিলাম ৯ জন সেমিনারীয়ান। তখন প্রত্যেক সেমিনারীয়ানের হাতে এবং কলেজে ছাত্রদের হাতে ঘড়ি দেখলাম কেবলমাত্র আমারই হাতে কোন ঘড়ি ছিল না। ২ বছর কলেজে লেখাপড়া করলাম।

এইচএসসি পাশ করার পর আমাদের পাঠানো হলো করাচী খ্রিস্টরাজার উচ্চ সেমিনারীতে ৬ বছরের জন্য ২ বছর দর্শনশাস্ত্র এবং ৪ বছর ঐশ শাস্ত্র পড়ার জন্য। করাচী সেমিনারীতে প্রত্যেক সেমিনারীয়ানের হাতে ঘড়ি ছিল, ছিল না শুধু আমার হাতে। প্রত্যেক ৬ মাস পর পর আমাদের দৈনন্দিন দায়িত্ব কর্তব্য (Obedience) বদল করা হতো। একবার আমাকে (তখন আমি ঐশ শাস্ত্রে ২য় বর্ষে) ঘন্টা বাজাবার দায়িত্ব দেওয়া হলো। নোটিশ বোর্ডে আমি এটা দেখেই ফাদার রেক্টরের কাছে (পরিচালক) গিয়ে বললাম- ফাদার আমার তো ঘড়ি নেই, আমি কিভাবে সময়মত ঘন্টা বাজাবো? পরিচালক ফাদার ৬ মাসের জন্য আমাকে একটা ছোট টেবিল ঘড়ি দিলেন। আমি সর্বদাই ঘড়িটা সাথে সাথে রাখতাম গির্জা ঘরে, খাবার ঘরে, শোবার ঘরে, পড়ার ঘরে, ক্লাশরুমে, আমার সাথে সাথে রাখতাম ও সময়মত ঘন্টা বাজাতাম। ৬ মাস পর আমি ফাদারকে ঘড়িটা ফেরৎ দিলাম এবং ধন্যবাদ জানালাম।

ডিকনপদে অভিষেকের ১০ দিন আগে ফাদার আমাকে তার অফিসে ডেকে বললেন-আবেল, তোমাকে এখন একটা হাত ঘড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। আর কয়েকদিন পর তুমি ডিকন হবে, তখন তোমাকে ব্রিভিয়ারী (Devine office) থেকে সময় অনুসারে প্রার্থনা করতে হবে- সকালে, দুপুরে, বিকেল/সন্ধ্যায় ও রাতে। সুতরাং তোমাকে একটা ঘড়ির ব্যবস্থা করতেই হবে। আমি পড়লাম ভীষণ অসুবিধায়। তখন আমার ভাই, আমার একমাত্র ছোটভাই ভিনসেন্ট রোজারিও করাচীতে একটা ছোট রেস্টুরেন্টে কাজ করতো। বেতন ছিল মাত্র ৫০ টাকা। ৪৫ টাকা বাড়ীতে পাঠাতো আর বাকি ৫ টাকা নিজের কাছে রাখতো। আমি আমার ভাই এর কাছে গেলাম এবং বললাম- ভিনসেন্ট, যেভাবেই হোক আমাকে একটা হাতঘড়ি কিনে দিতে হবে। আমার ভাইয়ের হাতেও কোন ঘড়ি ছিল না। ভিনসেন্ট আমাদের এক আত্মীয়ের কাছ থেকে ৬০ টাকা কর্জ করে আমাকে একটা হাতঘড়ি কিনে দিল। জীবনে এই প্রথম আমি হাতে ঘড়ি পড়লাম। ঘড়ি হাতে দিয়ে এক দিকে আনন্দ আর একদিকে দুঃখ যে, আমার ছোট ভাই টাকা কর্জ করে আমাকে ঘড়ি দিল॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

**খ্রীষ্টিনা গমেজ**
হলিক্রস স্কুল এণ্ড কলেজ

## নব বর্ষের গান

**এএম আন্তোনী চিরান**

নতুন বছর এসেছে আজি
নব আশা, নব প্রেমে গাই মিলনের গান
মঙ্গলদ্বীপ জ্বেলে
এসো সবে বরণ করি তারে।

মানুষে মানুষে বিরোধ-বিবাদ, বিসম্বাদ,
হিংসা বিদ্বেষ-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব
নষ্ট বিবেকের গ্লানি, মুছে যত মন্দ
পুরনো বছর গেছে চলে
নতুন বছরে হিংসা-দ্বেষ ভুলে
এসো নতুন পৃথিবী গড়ি।

বিগত বছরের ব্যাথাময় স্মৃতি,
যত গ্লানি, যত হতাশা-নিরাশা
তিক্ত অতি
ফেলে মুছে সব আজ নব আশা-আনন্দে
নতুন স্বপ্ন গড়ি॥

# বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

**ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**

## ভালোবাসার চোখ নিয়ে ঈশ্বর আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন

*- শিশুদের প্রতি পোপ ফ্রান্সিস*

ইতালিতে জন্মগ্রহণকারী ফাদার ওরেস্তে বেনজি সমাজের পিছিয়ে পরা ও প্রান্তিক জনগণকে সহায়তা করার জন্য ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন' নামে কমিউনিটি প্রতিষ্ঠা করেন যারা গত শনিবার ১৪ জানুয়ারি পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সাথে দেখা করার সুযোগ পায়। সাক্ষাতে পোপ ফ্রান্সিস কমিউনিটির যুব সদস্যদের উৎসাহিত করেন যেন তারা পরস্পরের যত্ন নেয় যেমনটি ঈশ্বর আমাদের যত্ন নেন। পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের সমাজের সদস্যরা দিনের ২৪ ঘন্টাই দরিদ্র ও নির্যাতিতদের পাশে থাকেন। পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন যে, সাক্ষাতে উপস্থিত প্রত্যেক শিশুরই নিজের যেমন নাম রয়েছে তেমনি ঈশ্বরও প্রত্যেককে নাম ধরে অনন্যরুপেই চিনেন ও জানেন। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের নাম ও মুখ চিনেন। প্রত্যেকে আমরা ঈশ্বরের অনন্য পুত্র বা কন্যা এবং যিশুর ভাই বা বোন। যারা এই শিশুদের সহায়তা করেন তারা ঈশ্বরের চোখ দিয়ে প্রত্যেকজন শিশুর দিকে দৃষ্টি দেবার আহ্বান পেয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ঈশ্বর কিভাবে আমাদের দিকে তাকান? ভালোবাসার দৃষ্টিতে। ঈশ্বর আমাদের সীমাবদ্ধতা দেখেন এবং তা বহন করতে সাহায্য করেন। কিন্তু ঈশ্বর সর্বোপরি আমাদের হৃদয়টা দেখেন এবং প্রত্যেককে পরিপূর্ণভাবেই দেখেন। আমরা জানি যে, স্বর্গেই আমরা যিশুর ভালোবাসার পরিপূর্ণ দৃষ্টি অর্জন করতে পারবো, কিন্তু তারপরেও এখনই যতটা সম্ভব ঈশ্বরের ভালোবাসার আলিঙ্গণ দেখতে আমরা আহূত হয়েছি। হাসির মধ্যদিয়েই ভালোবাসার সূচনা হয়। যখন একজন শিশু কারো কাছে স্বাগত হয় এবং শিশুকে ভালোবেসে কোলে তুলে নেওয়া হয় তখন শিশুটি কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে! তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিশুর মুখে হাসি ফুটে উঠে। যদিও শিশুর বিকাশজনিত কোন সমস্যা থাকতে পারে তবুও শিশুটি হাসে; কেননা সে বুঝতে পারে যে সে যেমন আছে সেভাবেই ভালোবাসা পাচ্ছে। একই রকম সংগঠিত হয় নবজাতক শিশুকে প্রথমবার যখন মায়ের হাতে দেওয়া হয়। কেননা তারা ইতোমধ্যে পরস্পরকে হাসি ফিরিয়ে দিতে চায়। আসলে ফুল যেমন ফুটে তেমনি ভালোবাসার উষ্ণতায় হাসিও ফুটে উঠে। পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের কমিউনিটির সদস্যরা শিশুদেরকে ঈশ্বরের মতই ভালোবাসতে চান এবং কমিউনিটিতে শিশুদেরকে রেখে পিতৃস্নেহে তাদের অভাবগুলো দূর করতে চায়। ইতালিতে শুরু হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত এই কমিউনিটির সদস্যরা একটি পরিবারের মতো হয়ে শিশুদেরকে গ্রহণ করে খ্রিস্টীয় ভালোবাসাকে পুর্নজীবিত রাখছেন। সাদর অভ্যর্থনাকারী এমন বাড়িতে প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, বিদেশীসহ সকল প্রকার শিশুদের জায়গা রয়েছে। তাই পোপ মহোদয় শিশুদেরকে উৎসাহিত করেন তারা যে ভালোবাসা পাচ্ছে তা যেন সহভাগিতা করে অবিরত প্রার্থনায় ও সহভাগিতায়।

## আফ্রিকা জুড়ে প্রয়াত পোপ বেনেডিক্টের জন্য রোজারি মালা প্রার্থনা

৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অবসরপ্রাপ্ত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ৯৫ বছর বয়সে মারা গেলে গত ৩ জানুয়ারি বিকাল ৫টায় আফ্রিকার খ্রিস্টবিশ্বাসীরা একযোগে তাঁর আত্মার কল্যাণে রোজারি প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন। রোয়াণ্ডার কিবেহোর মারীয়ার তীর্থস্থানসহ মারীয়া রেডিও'র ১৯টি স্টেশন থেকে ফ্রেন্স ভাষায় এবং ২০টি স্টেশন থেকে ইংরেজি ভাষায় একসাথে রোজারি প্রার্থনা প্রচারিত হয়। সুইজারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের রেডিও মারীয়ার কিছু স্টেশন তাতে অংশগ্রহণ করে। কিবেহো মারীয়ার তীর্থস্থানের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা নাথালিয়ে মোকামাজিমপাকা তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানান এবং প্রার্থনা পরিচালনা করেন॥

- তথ্যসূত্র : news.va

---

**লূর্দের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লীর পর্ব এবং তীর্থ উদ্‌যাপন - ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ**
**স্থান : বনপাড়া ধর্মপল্লী, হারোয়া, নাটোর**
**তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ**

**শ্রদ্ধাভাজন সুধী,**

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার, বনপাড়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা লূর্দের রাণী মারীয়ার পর্ব ও তীর্থ মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হবে। মা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভের জন্য ফ্রান্সের লূর্দ নগর থেকে এক টুকরো পাথর আনা হয়েছে যা স্পর্শ করে অনেকে আশ্চর্য্যজনকভাবে উপকার পাচ্ছে। সকলকে অংশগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

**অনুষ্ঠানসূচী**

- ০১-০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ; পবিত্র খ্রিস্টযাগ, নভেনা ও পাপস্বীকার: বিকাল ৩:৩০ মিনিট।
- ০৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার: ক্রুশের পথ, খ্রিস্টযাগ ও নভেনা: বিকাল ৩:৩০ মিনিট। খ্রিস্টযাগের পর জপমালা প্রার্থনাসহ আলোর শোভাযাত্রা।
- ১০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, ১ম খ্রিস্টযাগ সকাল ৬:৩০ মিনিট এবং পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগ, সকাল ৯:৩০ মিনিট। অত:পর সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজ।
- **পর্বকর্তা:** ৫০০ (পাঁচশত টাকা), খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য: ২০০ (দুইশত টাকা)।

**ধন্যবাদান্তে,**
ফাদার দিলীপ এস কস্তা (পাল-পুরোহিত) ও পালকীয় পরিষদ
বনপাড়া ধর্মপল্লী, নাটোর

**যোগাযোগের নম্বর:**
ফাদার দিলীপ এস কস্তা; মোবাইল: ০১৭১৫৩৮৪৭২৫;
ফাদার পিউস গমেজ, মোবাইল: ০১৩০১৮০৬৯২১;
রতন পেরেরা, মোবাইল: ০১৭১৭১৮৫৮৩৫

---

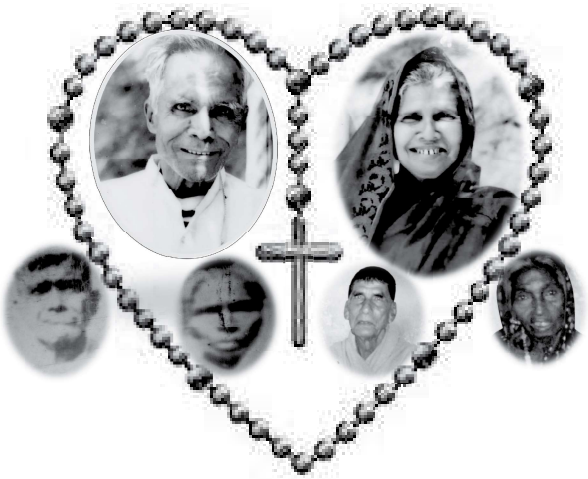

২৭ জানুয়ারি, ২০০২ আমাদের প্রিয় বাবা স্বর্গীয় ডানিয়েল পালমা এই জগত ত্যাগ করেছেন। তার ২১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে স্মরণ করি আমাদের প্রিয় বাবা ও মা: মার্গারেট পানপতি গমেজ, ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা: পঁচাই মারিয়ানুস পালমা ও শিশিলিয়া রিবেরু এবং দাদু-দিদিমা: যোসেফ গমেজ ও এমিলিয়া গমেজ এবং জ্যাঠা-জ্যাঠিমা, তালুই-মাউয়াই ও সকল মৃত আত্মীয়-স্বজনদেরকে। পরম করুণাময় ঈশ্বর তাদের সকলের পাপ ক্ষমা করুন এবং স্বর্গে অনন্ত শান্তি ও বিশ্রাম দান করুন। আমেন। ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি ও পরিববারবর্গ

## সেন্ট যোসেফস্ ক্লাবের স্বপ্ন পূরণ

*বাম থেকে বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, বিশপ ভিনসেন্ট নির্মল গমেজ, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই*

**যোসেফ শরৎ গমেজ** ▯ বিগত ৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পশ্চিম বাংলার কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশের নব নিযুক্ত বিশপ ভিনসেন্ট নির্মল গমেজ এসডিবি তুইতাল ধর্মপল্লীতে এসেছিলেন নিজ গ্রামে। তুইতাল মিশনবাসী ও পুরান তুইতাল গ্রামবাসী হৃদয়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তাকে বরণ করে নেয়। হাতে পতাকা নিয়ে আনন্দ মিছিল করতে করতে গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে বিশপ মহোদয়ের পা ধোয়ানো পর্ব শেষ করে গির্জা ঘরে তার জন্য ১৫ মিনিট প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনা শেষে আর্চবিশপ বিজয় ও বিশপ নির্মল উপস্থিত সকলকে আশীর্বাদ করেন।

বিকেল ৪ টায় পুরান তুইতাল সেন্ট যোসেফস ক্লাব ঘরে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ৩ জন বিশপ। বিশপ নির্মল গমেজ আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ও বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ। খ্রিস্টযাগের পরে আসন গ্রহণ এবং মাল্যদান করা হয় প্রধান অতিথি বিশপ নির্মল গমেজ, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ, ফাদার পংকজ রড্রিক্স ও ব্রাদার যোয়াকিম গমেজকে। এরপর মানপত্র পাঠ করা হয়। পরে সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ব্রাদার, সিস্টারগণ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। বিশেষ অতিথিদের মধ্য থেকে অনুভূতি প্রকাশ করেন ব্রাদার যোয়াকিম, ফাদার পংকজ রড্রিক্স ও বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি। বিশপ মহোদয় তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "আমি আজ অত্যন্ত খুশী এই ভেবে যে, আমি বিশপ নির্মলের আমন্ত্রণে কৃষ্ণনগর গিয়েছিলাম তার বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে। আজ এখানে আসতে পেরে আরও খুশী হয়েছি। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই বলেন, আমি আজ এখানে উপস্থিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত। কারণ বিশপ নির্মল ও আমি দু'জনেই এই গ্রামের সন্তান। আপনাদের এত মানুষের উপস্থিতি আমাকে মুগ্ধ করেছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশপ ভিনসেন্ট নির্মল গমেজ বলেন, "আমি অতিশয় আনন্দিত আপনাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখে। আমি এসেছি নিজ গ্রামে নিজ মাতৃভূমিতে। আপনাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছি।" ধন্যবাদ জানাই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও সমাজ প্রধানকে। আরও ধন্যবাদ জানাই দিপক গমেজ ও যোয়ানা গমেজকে তাদের আর্থিক সহায়তার জন্য। পরিশেষে, সকলের জন্য মিষ্টি বিতরণ করার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

## প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহনের ধর্মপল্লীতে হস্তার্পণ সংস্কার

**দয়ামোহন ত্রিপুরা** ▯ গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহনের ধর্মপল্লী, খাগড়াছড়িতে মোট ৪৫ জন ছেলে-মেয়ে ও কিছু গ্রামশিক্ষকদের হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। তিন ধাপে ছেলে-মেয়েদের হস্তার্পণ এর জন্য প্রস্তুত করানো হয়। যেহেতু ধর্মপল্লী থেকে গ্রামের দূরত্ব অনেক, তাই ধর্মপল্লীর ফাদার ও সিস্টারগণ ছেলে-মেয়েদের মিশনে রেখে একত্রে তাদের প্রস্তুত করেন। তাছাড়া রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের জন্য যখন ফাদার ও সিস্টারগণ গ্রামে যান তখনও ছেলেমেয়েদের ক্লাশ দিয়ে প্রস্তুত করেছেন। এ বছরই প্রথম আমাদের ধর্মপল্লীতে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। আর্চবিশপ তার উপদেশে বলেন, হস্তার্পণ হলো পবিত্র আত্মাকে লাভ করা, আমরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করে খ্রিস্টের সৈনিক হয়ে উঠি এবং পরিপূর্ণ খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের জীবনে প্রবেশ করি। খ্রিস্ট সমন্ধে সাক্ষ্য দিতে যেন ভয় না পাই। খ্রিস্টযাগের পর বিশপ প্রার্থীদের পবিত্র ক্রুশের মেডেল উপহার দেন এবং ছবি তোলেন। খ্রিস্টযাগের পর সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতি ভোজ করা হয়। সমস্ত ব্যয় ভার স্থানীয়দের আর্থিক সহায়তায় করা হয়। পরিশেষে পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ও অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন॥

## পরিবার দিবস পালন

**পিউস ডি' কস্তা** ▯ ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৮ টায় পাদ্রীশিবপুর পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া গির্জায় পরিবার দিবস পালন করা হয়। দিবসের মূলসুর ছিল, **"যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে বাস করে"**। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পালক পুরোহিত ফাদার ভিনসেন্ট বি রোজারিও, সিএসসি। উপদেশে ফাদার বলেন, দাম্পত্য জীবনে প্রার্থনাশীল জীবন-যাপন করা, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রাখা, শ্রদ্ধা-সম্মান করা ও সর্বোপরি পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের সঠিকভাবে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম। স্বামী-স্ত্রী, সন্তানকে প্রতিদিন একবার হলেও বলুন, "আমি তোমাকে ভালবাসি"। অনুষ্ঠানে বিবাহ সাক্রামেন্তের প্রতিজ্ঞা (Vows) উচ্চারণ ও পরস্পরের মধ্যে মালা-বদল ও ফুলের তোড়া বিনিময় করা হয়। মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন সিস্টার বিনু পালমা এলএইচসি। পিতার ভূমিকা ব্যক্তিগত অনুভূতি ব্যক্ত করেন পিউস ডি কস্তা এবং মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য প্রসঙ্গে বলেন জোয়ান্না এলিজাবেথ গোমেজ। আয়োজনে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ ফ্যামিলি মিনিস্ট্রি। উল্লেখ্য ১৮ জোড়া বিভিন্ন বয়সী দম্পত্তি সহ প্রায় ৬০ জন খ্রিস্টভক্ত ও সিস্টারগণ উপস্থিত ছিলেন॥

## বিবিসি বাংলা রেডিও শেষ হলো

**হিউবার্ট অরুন রোজারিও** ▯ সবচেয়ে করুণ ঘটনা এ বছর হলো বিবিসি বাংলা রেডিও বন্ধ হওয়া। যদিও বিবিসি বাংলা খবর এখন অনলাইনে শোনা যাবে। মূল কারণ খরচ কমানো। গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য সান্ধ্যকালীন বিবিসি খবর শোনার সুবিধাটুকু বন্ধ হয়ে গেল। ৮১ বছর পর গত শনিবার রাতে, বিবিসির ১০ টার খবর ও সাময়িক প্রসঙ্গের অনুষ্ঠানে "প্রবাহ" এবং পরিক্রমা শেষ হয়ে গেল। শ্রোতাদের আহ্বান করা হচ্ছে যেন তারা সংবাদ ও সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির জন্য বিবিসি বাংলার নিজস্ব ডিজিটাল ওয়েবসাইট ব্যবহার করেন।

বিবিসির খবরের প্রতি এক সময় বাঙালিগণ নির্ভরতা খুঁজত। বিশেষ করে একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়, আমরা সারাদিন রাত দশটার বিবিসির খবরের জন্য উৎগ্রীব হয়ে থাকতাম। আমাদের ছোটবেলা কেটেছে সন্ধ্যার বিবিসি খবর শুনে। বিবিসি বাংলা রেডিও যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে একটি সাপ্তাহিক নিউজলেটার দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিকালে মিত্রপক্ষের বক্তব্য ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই শুরু হয়েছিল বিবিসি বাংলা রেডিওর যাত্রা। মানুষের মাঝে বিবিসি নামটি বেশি পরিচিতি পায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়।

কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রেডিও শ্রোতা কমে আসছিল। বিবিসি গবেষণা চালিয়ে দেখিয়েছে যে, মানুষ সংবাদের চাহিদা মেটানোর জন্য টেলিভিশন এবং ডিজিটাল মাধ্যম বেছে নিয়েছে। চ্যানেল আই-এর সহযোগিতায় বিবিসি "প্রবাহ" নামক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান নিয়ে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বিবিসি বাংলা বাংলাদেশের টেলিভিশন জগতে প্রবেশ করে। বাঙালিদের জন্য এটা একটি আবেগ ও স্মৃতি, সবই আমাদের অন্তরে রয়েছে॥

## বিদায়ের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

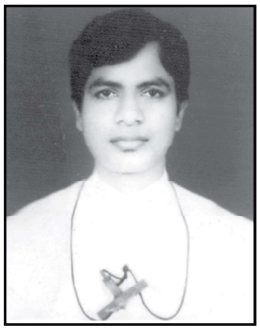

**প্রয়াত ফাদার বিমল রোজারিও**
জন্ম : ৫/১২/১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪/২/২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
চড়াখোলা (উত্তরপাড়া) তুমিলিয়া

**প্রিয় ফাদার কাকা,**

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে তুমি এসেছিলে ক্ষণজন্মা হয়ে। এ ক্ষণজন্মা হয়েও তুমি এ ধরণীতে প্রভুর জন্যে ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করে জীবনটা উৎসর্গ করেছিলে। তোমার মত ব্রতীয় জীবনে পিসিরাও যে তাদের জীবন প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন, তোমার না থাকা বেদনা নিয়ে। আর আমরা বাড়িতে তোমার স্বর্গরাজ্যে চলে যাবার স্মৃতি নিয়ে বয়ে চলেছি শোক বেদনায়।

আমরা তোমাকে আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তোমার আদরের কথা, তোমার মিষ্টি হাসিমাখা ভালবাসার কথা। তুমি আমাদের জন্যে আশীর্বাদ কর যেন তোমার আদর্শ নিয়ে বাবা-মা ও পিসিদের নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি।

**শোকার্তচিত্তে**
**তোমার স্বজনরা**

বিজ্ঞ/২২/২৩


**সুবর্ণ সুযোগ** **সুবর্ণ সুযোগ** **সুবর্ণ সুযোগ**

আপনি কি এবার ইস্টার পার্বণে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন।

**৫৫ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে। এতে থাকবে: নাট্যাংশ, নাচ, গান ও বাণী।**

**নাট্যাংশে থাকবে :**
- **প্রভু যিশুর শিক্ষার আলোকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট**
- **পবিত্র বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে নাটক (যিশুর যাতনাভোগ থেকে মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যন্ত)**
- **স্ক্রিপ্ট আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।**

***বি: দ্র: স্ক্রিপ্ট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।***

**পরিচালক**
**খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

# কাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ - ২০২৩

**জানুয়ারি- যিশুর পবিত্র নামের মাস**
১ রবিবার- ঈশ্বরের জননী কুমারী মারীয়ার মহাপর্ব, খ্রিস্টীয় নববর্ষ ও শান্তি দিবস
৩ মঙ্গলবার- আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তার মৃত্যুবার্ষিকী
৮ রবিবার- প্রভু যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
৯ সোমবার- প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান পর্ব
(১৮-২৫- খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ)
২২ রবিবার- ঐশবাণী রবিবার
২৫ বুধবার- সাধু পলের মন পরিবর্তনের পর্ব
২৯ রবিবার- পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার

**ফেব্রুয়ারি- কাথলিক পরিবারের মাস**
২ বৃহস্পতিবার- প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ শনিবার- বিশ্ব রোগী দিবস, লূর্দের রাণী মারীয়ার স্মরণদিবস
২২ বুধবার- ভস্ম বুধবার

**মার্চ- সাধু যোসেফের মাস**
১৮ শনিবার- আর্চবিশপ মাইকেল-এর মৃত্যুবার্ষিকী
২০ সোমবার- সাধু যোসেফের মহাপর্ব
২৫ শনিবার- দূতসংবাদ মহাপর্ব
১৯ রবিবার- কারিতাস দিবস

**এপ্রিল- পুনরুত্থান মাস**
০২ রবিবার- তালপত্র রবিবার
০৬ বৃহস্পতিবার- পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
০৭ শুক্রবার- পুণ্য শুক্রবার
০৮ শনিবার- পুণ্য শনিবার
০৯ রবিবার-পুনরুত্থান দিবস
১৬ রবিবার- ঐশ করুণার পর্ব
৩০ রবিবার - উত্তম মেষপালক রবিবার, আহ্বান দিবস

**মে- কুমারী মারীয়ার মাস**
১ সোমবার- শ্রমিক দিবস
২১ রবিবার- প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব, বিশ্ব যোগাযোগ দিবস
২৮ রবিবার- পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
৩১ বুধবার- কুমারী মারীয়ার সাক্ষাৎকার পর্ব

**জুন- যিশুর হৃদয়ের মাস**
০১ বৃহস্পতিবার- চিরকালীন মহাযাজক যিশুখ্রিস্টের পর্ব
০২ শুক্রবার- সম্প্রীতি দিবস
০৪ রবিবার- পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
১১ রবিবার- প্রভুর পুণ্য দেহ ও রক্তের মহাপর্ব
১৩ মঙ্গলবার- সাধু আন্তনীর স্মরণ দিবস
১৬ শুক্রবার- পবিত্র যিশু হৃদয়ের মহাপর্ব
১৭ শনিবার- মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের পর্ব
২৪ শনিবার- দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব পর্ব

**জুলাই- যিশুর অমূল্য রক্তের মাস**
২৩ রবিবার- বিশ্ব দাদা-দাদী দিবস

**আগস্ট- মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের মাস**
৪ শুক্রবার- সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের পর্ব
৬ রবিবার- যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ মঙ্গলবার- কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব

**সেপ্টেম্বর- ধর্মশহীদগণের রাণী মারীয়ার মাস**
২ শনিবার- আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ মঙ্গলবার- কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ শুক্রবার- কুমারী মারীয়ার জন্ম উৎসব
১৪ বৃহস্পতিবার- পবিত্র ক্রুশের বিজয় উৎসব
১৫ শুক্রবার- শোকার্ত জননী মারীয়ার স্মরণ দিবস
২৭ বুধবার- সাধু ভিনসেন্ট ডি পলের স্মরণ দিবস
২৯ শুক্রবার- মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল ও গাব্রিয়েলের পর্ব

**অক্টোবর- জপমালা রাণীর মাস**
১ রবিবার- ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ সোমবার- রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস
৪ বুধবার- আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব ও বিশ্ব শিশু দিবস
৭ শনিবার- জপমালা রাণীর স্মরণ দিবস
২২ রবিবার- বিশ্ব প্রেরণ রবিবার

**নভেম্বর- পরলোকগত ভক্তবৃন্দের মাস**
১ বুধবার- নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহা পর্ব
২ বৃহস্পতিবার- পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ বৃহস্পতিবার- লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
১৮ শনিবার- সাধু পিতর ও পলের মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
২১ মঙ্গলবার- ধন্যা মারীয়ার নিবেদন পর্ব
২৬ রবিবার- খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব

**ডিসেম্বর- শিশুযিশুর মাস**
০৩ রবিবার- আগমন কালের প্রথম রবিবার
৮ শুক্রবার- অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব
১০ রবিবার- বাইবেল দিবস
২৫ সোমবার- শুভ বড়দিন
২৮ বৃহস্পতিবার- পবিত্র পরিবারের পর্ব

# জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ও পর্যায়ে দিবসসমূহ - ২০২৩

**ফেব্রুয়ারি**
১৪ মঙ্গলবার- পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালবাসা দিবস
২১ মঙ্গলবার- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, শহীদ দিবস

**মার্চ**
৮ বুধবার- নারী দিবস, শব-ই-বরাত
১৭ শুক্রবার- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন
২২ বুধবার- বিশ্ব পানি দিবস
২৩ বৃহস্পতিবার- বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
২৬ রবিবার- স্বাধীনতা দিবস

**এপ্রিল**
৭ শুক্রবার- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ শুক্রবার- বাংলা নববর্ষ
২২ শনিবার- ঈদ-উল-ফিতর, বিশ্ব ধরিত্রী দিবস
২৩ রবিবার- বিশ্ব বই দিবস

**মে**
১ সোমবার- আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ বুধবার- বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৭ রবিবার- রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
১২ শুক্রবার- আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস
১৪ রবিবার- মা দিবস
১৫ সোমবার- আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ বৃহস্পতিবার- কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ সোমবার- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস

**জুন**
৫ সোমবার- বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৮ রবিবার- বাবা দিবস
২০ মঙ্গলবার- বিশ্ব উদ্ধাস্তু দিবস
২৬ সোমবার- মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস

**জুলাই**
১ শনিবার- ঈদ-উল-আযহা, আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (জুলাই মাসের ১ম শনিবার)
১১ মঙ্গলবার- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

**আগস্ট**
১ মঙ্গলবার- বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
৯ বুধবার- বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ শনিবার- আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৫ মঙ্গলবার- জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী

**সেপ্টেম্বর**
৬ বুধবার- জন্মাষ্টমী
৮ শুক্রবার- আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস

**অক্টোবর**
১ রবিবার- আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৩ মঙ্গলবার- বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার)
৫ বৃহস্পতিবার- বিশ্ব শিক্ষক দিবস
১০ মঙ্গলবার- বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৬ সোমবার- বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ মঙ্গলবার- আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরিকরণ দিবস
২০ শুক্রবার- ঈদ-ই-মিলাদুনবী
২৪ মঙ্গলবার- বিজয়া দশমী (দূর্গা পুজা), জাতিসংঘ দিবস

**নভেম্বর**
৯ বৃহস্পতিবার - বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৪ শুক্রবার- বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস

**ডিসেম্বর**
১ শুক্রবার- বিশ্ব এইডস্ দিবস
৩ রবিবার- আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
১৬ - মহান বিজয় দিবস

[বিঃদ্রঃ নির্দিষ্ট দিবসের ১৫ দিন পূর্বে আপনার লেখাটি আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। কেননা, "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"- তে বিশেষ দিবসটির সংখ্যা এক সপ্তাহ পূর্বে ছাপা হয়।]

# NOTRE DAME UNIVERSITY BANGLADESH
## CAREER OPPORTUNITY

NDUB is inviting applications from competent and self-motivated individuals to fill up the following positions:

| Position with educational qualification | Requirement and competencies |
|---|---|
| • **Job Title:** Public Relation Officer<br>• **No. of Post:** One<br>• **Educational Qualification:** Master's Degree preferably in Public Relations, Mass Communication, Marketing, English Literature, or related field with minimum CGPA 3.00 all through from any recognized Universities. Preference will be given to foreign degree holders.<br>**Salary:** Negotiable<br>**Age:** Not over 35 years as on the 31st of January 2023. | • Good command in English & Bangla both in writing and speaking<br>• Computer skills (MS Word, Excel, Power Point)<br>• Excellent interpersonal, organizational and communication skills<br>• Ability to take initiatives and to prioritize and plan effectively<br>• A storing knowledge of national and international media |
| **Job Title:** Assistant Admin Officer<br>**No. of Post:** One<br>**Educational Qualification:** Master's degree with CGPA minimum 3.00 in any discipline from any recognized Universities.<br>**Salary:** Negotiable<br>**Age:** Not over 35 years of age as on the 31st of January 2023. | • Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint<br>• Excellent communication skills for both writing & speaking, in Bangla & in English<br>• Must be able to maintain relationship with different originations<br>• Experienced individuals are encouraged to apply |
| **Last date of application** | 28 January 2023 |

Eligible and interested candidates with required qualifications are invited to apply along with a complete CV with the names of two referees, two passport size photographs and attested copies of all educational and experience certificates to the **Registrar, Notre Dame University Bangladesh,** 2/A, Arambagh, Motijheel, Dhaka 1000, www.ndub.edu.bd, E-mail: info@ndub.edu.bd.

Only short-listed candidates will be called for a written test and interview. Incomplete applications will not be considered and the concern authority reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever.

বিজ্ঞ/২৩/২৩

# মা-মারীয়ার তীর্থোৎসব ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

মরিয়ম আশ্রম, মরিয়ম ধর্মপল্লী, দিয়াং ফাজিলখাঁরহাট, চট্রগ্রাম-৪৩৭১

**তারিখ: ০৯-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ**

**মূলভাব: "সহযাত্রিক মণ্ডলীতে মা-মারীয়া আমাদের সহায়"**

চট্রগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের মরিয়ম আশ্রম, দিয়াংএ মা-মারীয়ার বার্ষিক তীর্থোৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে **আগামী ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ০৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি**। যে'সময়ে আমরা মরিয়ম আশ্রম দিয়াংএ মা-মারীয়ার বার্ষিক তীর্থোৎসরে সমবেত হয়েছি সে' সময়ে সার্বজনীন মণ্ডলীতে চলমান রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা: সিনড। এই সিনডের সাধনা হলো সহযাত্রিক মণ্ডলী হয়ে ওঠা অর্থাৎ সকলে মিলে একই সাথে একই পথে যাত্রা করা।

প্রকৃত সহযাত্রায় প্রয়োজন ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর ও পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ, শ্রবণ, প্রজ্ঞাপূর্ণ উপলব্ধি। ঈশ্বরের জননী মারীয়ার জীবন ধ্যান করে আমরা উপলব্ধি করি সাক্ষাৎ, শ্রবণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপলব্ধি লাভে তিনি প্রকৃত আদর্শ। সহযাত্রিক মণ্ডলী হওয়ার যাত্রায় আমরা মরিয়ম আশ্রম দিয়াংএ সমবেত হয়ে মা-মারীয়ার মধ্যস্থতা কামনা করি। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মা-মারিয়ার অজস্র কৃপা লাভের নিমিত্তে, দিয়াংএ মা-মারীয়ার বার্ষিক তীর্থোৎসবে অংশগ্রহণের জন্য **চট্রগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি** সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

| বৃহস্পতিবার: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ | শুক্রবার: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ |
|---|---|
| **বিকাল ৪:৩০ মিনিটে: খ্রিস্টযাগ**<br>**মূলভাব:** মারীয়ার মাধ্যমে যিশুর সাথে সাক্ষাৎ | **সকাল ৮ মিনিটে: পবিত্র ক্রুশের পথ**<br>**মূলভাব:** যিশুর সাথে সহযাত্রা |
| **রাত ৮ টায়:**<br>**পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, নিরাময় ও পুনর্মিলন অনুষ্ঠান**<br>**মূলভাব:** মারীয়া: ঐশবাণীর একনিষ্ঠ শ্রোতা | **সকাল ০৯:৩০ মিনিটে: মহাখ্রিস্টযাগ**<br>**মূলভাব:** সহযাত্রিক মণ্ডলীতে মা-মারীয়া আমাদের সহায় |
| **রাত ৯:৩০ মিনিটে:** মা-মারিয়ার প্রতি ভক্তি অনুষ্ঠান<br>(শোভাযাত্রা ও রোজারি মালা প্রার্থনা)<br>**মূলভাব:** মারীয়ার সাথে প্রজ্ঞাপূর্ণ উপলব্ধি | |

**বি: দ্র: খাদ্য কুপর প্রতিজন প্রতিবেলা ৩০ টাকা মাত্র।**

**তীর্থোৎসব পরিচালনা কমিটি**

বিজ্ঞ/২৩/২৩

# স্মৃতিতে তোমরা অম্লান

**প্রয়াত রীতা মার্গ্রেট পিউরীফিকেসন (মা)**
জন্ম : ২ জুন, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
বৃহস্পতিবার ভোর ৬:৩০ (নিজগৃহে)

**প্রয়াত লরেন্স পিউরীফিকেসন (বাবা)**
জন্ম : ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ নভেম্বর, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : তিরিয়া, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

**প্রয়াত ব্রাদার রবি পিউরীফিকেসন**
জন্ম : ২ মে, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : তিরিয়া, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

"বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলাম দু'টি নয়ন মেলে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথা গুলি যেন আজ তোমারই কথা।

**মা,** তুমি ছিলে, তোমার আপনজন, প্রিয়জন, স্নেহের সন্তানদের জীবনে ঈশ্বরের দেওয়া সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। তোমার সুদীর্ঘ জীবনে অসীম ভালবাসায় তুমি আমাদের আগলে রেখেছ। গভীর অনুভূতি দিয়ে তুমি আমাদের জানতে ও বুঝতে। স্নেহ মায়া মমতায়, আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় তুমি ছিলে অতুলনীয়। আজ তুমি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তুমি আছো হৃদয়ে। পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে তুমি চলে গেলে স্বর্গলোকে, অনন্তধামে। তোমার চলে যাওয়ায় আমাদের মাঝে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তোমার অনুপস্থিতিতে বাড়ির আঙ্গিনাটা শূন্য হয়ে গেছে। তুমি মিশে গেছ অনন্ত অসীমে। কিন্তু আমরা যে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তোমাকে অনুভব করি। ভাবতেও খুব কঠিন লাগে তুমি আমাদের "মা" ডাকে আর সাড়া দাওনা। তবুও জানি যাদের তুমি সর্বদা চোখের সামনে রাখতে চাইতে, ক্ষণিকের জন্যও যাদের কথা ভুলতে না, যাদের জন্য সবসময় পথ চেয়ে থাকতে, তাদের সর্বদাই তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদে পূর্ণ করে রাখবে। তোমার সুদীর্ঘ জীবনে তুমি ধরে রাখতে পেরেছ অসীম সাহস, মনোবল, অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তি। ধৈর্যের সাথে তুমি অনেক প্রিয়জনের বিয়োগব্যথা গ্রহণ করেছ শোকার্ত মা মারীয়ার মতো। তুমি চলতে পারতে না কিন্তু মনের দিক দিয়ে তুমি সবখানে, সবকিছুতে উপস্থিত থেকেছ। কেউ তোমার চিন্তা থেকে বাদ পরেনি। খোঁজখবর নিয়েছ, সবাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছ। তুমি ছিলে সদালাপি, ধার্মিকা, ঈশ্বর নির্ভরশীল, সহনশীল, দয়ালু, কোমল প্রাণ। মা, স্বর্গলোকে যাওয়ার জন্য তুমি উত্তমরূপে প্রস্তুতি নিয়েছো। অনন্ত জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় মা মারীয়ার প্রতি ভক্তিপ্রাণ জীবন যাপন করেছো। পরিবারের সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, আপনজনদের যেমন সদ উপদেশ দিয়েছো, নিজের জিবনেও কষ্টের সময় গুলিতে ঈশ্বরে নির্ভরতা রেখেছো। সর্বোপরি তুমি পরিবারের প্রতি ছিলে যত্নশীল, দায়িত্বশীল আমাদের আদর্শ স্নেহময়ী মা। তোমার সাজানো পরিবারে তাইতো আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবন পথে সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছি। বাবা, মা তোমরা যে মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়েছ স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো যেন তা ধরে রাখতে পারি এবং ধর্ম বিশ্বাসে সফল হয়ে আমরাও একদিন তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি। মা, বয়সের ভারে তোমার যে কষ্ট ও ত্যাগময় জীবন আমরা অনুভব করেছি। অসহায় অবস্থায়ও তুমি সবসময় মায়ের মালা জপ করেছ, শেষ সময় পর্যন্ত "যিশু মারীয়া যিশু" উচ্চারণ করেছ। তোমার সকল শুভ ও সৎকাজের পুরস্কার প্রেমময় ঈশ্বর তোমাকে দান করুন। তোমার প্রিয় সন্তান ব্রাদার রবি পিউরীফিকেসন এবং আমাদের প্রিয় বাবা লরেন্স পিউরীফিকেসন সহ স্বর্গবাসী হয়ে থাকো পরম শান্তিতে।

আজ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সঙ্গে স্মরণ করছি মায়ের শেষ বয়সে ও অসুস্থতার সময়ে যারা, সেবা, সাহচর্য, সান্ত্বনা, সাহায্য সহযোগিতা ও প্রার্থনা দিয়ে পরিবারের সাথে একাত্ম হয়েছেন, ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

*তোমারই স্নেহের সন্তানেরা*

বড় ছেলে ও ছেলের বৌ : মতি ও আগ্নেস
নাতনী : টিনা পিউরীফিকেসন
বড় মেয়ে ও জামাই : শান্তি ও মৃত সুনিল
মেঝো মেয়ে ও জামাই : হাসি ও মৃত সুশীল
ছোট ছেলে : (স্বর্গীয়) ব্রাদার রবি পিউরীফিকেসন
ছোট দুই মেয়ে : সিস্টার ফ্লোরেন্স SMRA ও সিস্টার লুসী পিউরীফিকেসন SC
আদরের নাতি নাতনীরা।

বর্ষ ৮৩ ◆ সংখ্যা - ০২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 02
Regd. No. DA-33
◆ 22 - 28 January, 2023, ৮ - ১৪ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

## মহাপ্রয়াণের ১৪তম বছর

**মঞ্জু রোজমেরী গমেজ**

জন্ম : ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী মিশন

চৌদ্দটি বছর হলো সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে তুমি স্বর্গস্থ পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। এ সুন্দরতম পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-বেদনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্বর্গের দিকে, যেখানে প্রতিটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, প্রার্থনাস্থল। মনে হয় এইতো তুমি আছ আমাদের সবার অন্তর জুড়ে, হৃদয়মন্দিরে। তোমাকে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? তুমি যে রেখে গেছ সুন্দর করে সাজিয়ে ঘরের আসবাবপত্র, থরে থরে রাখা কাপড়গুলো, রান্নাঘরের বাসন-কোসন তোমারই স্নেহমাখা সুখ-স্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরম পিতার কাছে আমাদের একান্ত আবেদন-'দাও প্রভু, দাও তাকে অনন্ত শান্তি'। আমাদেরও আশীর্বাদ করো আমরা যেন সবাই এ পৃথিবীতে পবিত্র জীবনযাপন করে তোমার পথে পরম রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই শোকার্ত প্রিয়জন,

স্বামী : জ্যোতি গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : মানিক-সারা
নাতিন : এভারলি গমেজ
জামাই ও মেয়ে : অসীম ও মুক্তা গমেজ, বিভাস ও হীরা গমেজ
জামাই ও ভাইজি : সুবাস ও নিতা গমেজ
নাতনী (মেয়ের পক্ষে) : জেনিফার, মাখিন্ডা
নাতি ও নাতনী (ভাইজির পক্ষে) : শুভ্র, সাইমী ও শুভন
বোন : সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ

বিজ্ঞ/১৮/২০২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

## সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

## খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
**Website:** weekly.pratibeshi.org
**facebook:** weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org